Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Shyama Akter Monisha

রোলঃ 216022145

১২ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Shyama Akter Monisha

রোলঃ 216022145

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Shyama Akter Monisha, আইডিঃ 216022145 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Shyama Akter Monisha

(স্বাক্ষর)

সায়মা আক্তার মনীষা

আইডিঃ 216022145

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

১২ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ইসলামের অর্থ

⊖ইসলাম-এর আভিধানিক অর্থ: আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, নিঃশর্ত হুকুম পালন।

⊖ ইসলাম-এর পারিভাষিক অর্থ হলো:
-ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের বিধান।

-ইসলাম মানুষের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-যাপন পদ্ধতি।

-ইসলাম মানুষের সামগ্রিক জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ।

ইসলাম একটি দীন একটি জীবন দর্শন:

ইসলাম মূলত একটি দীন এবং একটি জীবনদর্শন। ইসলামের মূল দৃষ্টিভংগি হলো:

⊖ তাওহীদি ঈমান।
⊖ এক আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব।
⊖ 'সৃষ্টি যার বিধান তার'।
⊖ পূর্ণাংগ জীবন দর্শন ও জীবনাদর্শ।
⊖ রসূলের নেতৃত্ব ও মডেলের অনুসরণ।
⊖পার্থিব সাফল্য ও পারলৌকিক সাফল্য (উভয়টা)।
⊖দীন ও শরীয়ত।
⊖ সৎকাজে পুরস্কার এবং অসৎকাজে শাস্তির নিশ্চয়তা।

মূলত ইসলাম একটি দীন, একটি জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينًا.

অর্থ: এবং আমি তোমাদের জন্যে মনোনীত করলাম ইসলামকে দীন

হিসেবে। (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ৩)

দীন মানে কীঃ

কুরআনে দীন শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলো:
এক. দীন মানে প্রতিদান।

مالِكِ يَومِ الدّين

অর্থ : প্রতিদান দিবসের মালিক। (সূরা ফাতিহা: আয়াত: ৪)

أَرَأَيتَ الَّذي يُكَذِّبُ بِالدّين

অর্থ: তুমি কি তাকে দেখেছো, যে প্রতিদান (দিবসকে) অস্বীকার করে? (সূরা ১০৭ মাউন। আয়াত ১)

দুই দীন মানে আইন:

وَلا تَأخُذكُم بِهِما رَأفَةٌ في دينِ اللَّهِ

অর্থ: আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের দুজনের প্রতি যেনো তোমাদের দয়া না হয়। (সূরা: ২৪ নূর আয়াত: ২)

তিন, দীন মানে-রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা।

اِنّيٓ أَخافُ أَن يُبَدِّلَ دينَكُم أَو أَن يُظهِرَ فِي الأَرضِ الفَسادَ

অর্থ: (ফেরাউন বললো:) আমি আশংকা করছি সে (মূসা) তোমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পাল্টে দেবে অথবা দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে।
(সূরা ৪০ আল মুমিন। আয়াত ২৬)

চার, দীন মানে-ধর্ম ও নৈতিকতা:

وَمَن يَرتَدِد مِنكُم عَن دينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَت أَعمالُهُم فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ

অর্থ: যে কেউ তার ধর্ম ত্যাগ করে কাফের অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা: আল-বাকারা।আয়াত: ২:২১৭)

পাঁচ, দীন মানে-আনুগত্য।

وَما أُمِروا إِلّا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ

অর্থ। নিজেদের আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে আল্লাহর দাসত্ব করা ছাড়া আর কোনো নির্দেশ তাদের দেয়া হয় নাই। (সূরা ৯৮ আল বাইয়িনাহ। আয়াত ৫)

ছয়, দীন মানে- জীবন যাপন ব্যবস্থা।

إِنَّ الدّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسلامُ.

অর্থ। নিশ্চয়ই আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। (সূরা ৩ আল ইমরাণ। আয়াত ১৬)

اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دينَكُم.

অর্থ। আজ আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের জন্যে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা। (সুল ৫ আল মায়িদা। আয়াত ৩)

ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

আল কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী ইসলামকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে 'দীন' (জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করেছেন। মূলত দীন শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক একটি পরিভাষা। আমরা দেখতে পেলাম, কুরআন মজিদেই দীন শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআন মজিদে দীন শব্দের প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বুঝা যায়, ইসলাম দীন হবার অর্থ হলো, ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা। শুধু এতোটুকুই নয় বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সে কারণেই মহান আল্লাহ বলেন:

اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دينَكُم.

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা ৫ মায়িদা। আয়াত-৩)

এবার দেখা যাক কেনো জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় কখন?

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার শর্তাবলি

কোনো মতাদর্শ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হতে হলে তাতে নিম্নোক্ত শর্তাবলি বর্তমান থাকতে হবে:

১. তাতে স্রষ্টার পরিচয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যুক্তিসংগত ও সন্তোষজনক বক্তব্য থাকতে হবে।

২. তাতে অদৃশ্য বিষয় সমূহ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্ন সমূহের যুক্তিসংগত ও সন্তোষজনক জবাব থাকতে হবে।

৩. মানুষের মৃত্যুর পর কী হবে, সে বিষয়ের সঠিক, যুক্তিসংগত ও সন্তোষজনক জবাব থাকতে হবে।

৪. সেটি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং গোপন ও প্রকাশ্য সর্বজান্তা ও সর্বজ্ঞানীর প্রদত্ত হতে হবে।

৫. তাতে মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।

৬. তাতে মানব জীবনের সাফল্যের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত থাকতে হবে এবং তা মানুষের মানসিক প্রশান্তির কারণ হতে হবে।

৭. তাতে মানব জীবনে উদ্ভুত সকল সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা ও মূলনীতি থাকতে হবে।

৮. 'সৃষ্টি যার বিধান তার'- সেটি এই শাশ্বত মূলনীতি ভিত্তিক হতে হবে।

৯. তাতে মানুষের জৈবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের বিধি ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. তাতে জীবনের সকল বিভাগ পরিচালনার মূলনীতি ও নির্দেশিকা থাকতে হবে। অর্থাৎ পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনী, আন্তর্জাতিকসহ সকল বিষয়ের মূলনীতি ও দিক নির্দেশিকা থাকতে হবে।

১১. সেটি সার্বজনীন বা সফল মানুষের উপযোগী হতে হবে।

১২ সেটি সর্বকালীন উপযোগী হতে হবে।

১১. সোট সার্বজনীন বা সফল মানুষের উপযোগী হতে হবে।

১২. সেটি সর্বকালীন উপযোগী হতে হবে।

১৩. সেটি অনুশীলন ও অনুসরণ করার এবং বাস্তবায়ন করার উপযোগিতার নমুনা (model) থাকতে হবে।

১৪. তাতে যুগ সমস্যার সমাধানের উপযোগী নীতিমালা থাকতে হবে।

১৫. তাতে সততা, ন্যায়নীতি, পুণ্যকর্ম, পরোপকার ও ধার্মিকতার জন্যে পুরস্কার লাভের নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৬. তাতে অন্যায়, অপরাধ, দুষ্কর্ম, পাপাচার ও যুলুমের জন্যে উপযুক্ত শাস্তি ও দন্ডের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

১৭. সেটির একজন সার্বভৌম এবং সর্বশক্তিমান অথরিটি থাকতে হবে।

১৮. তার সম্পূর্ণ অবিকৃত ও শাশ্বত সোর্স অব নলেজ থাকতে হবে।

ইসলামেই রয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার শর্তাবলি

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার এসব শর্তাবলি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে পূর্ণমাত্রায়। আপনি বিশ্বের সকল ধর্ম ও মতবাদ বিশ্লেষণ করে দেখুন, একমত্র ইসলামেই পাবেন সবগুলো শর্ত। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন:

اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دينًا

অর্থ: আজ আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের জন্যে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিলাম আমার নিয়ামত (আল কুরআন) এবং তোমাদের জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করলাম ইসলামকে। (সূরা ৫ আল-মায়িদা: আয়াত ৩)

ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও সামগ্রিকতা:

আপনি আল কুরআন ও সুন্নাহ পাঠ করে দেখুন, অবশ্যই দেখবেন একমাত্র ইসলামেই রয়েছে:

১. বিশ্বাসগত পূর্ণাঙ্গতা। অদৃশ্য বিষয় সমূহের সন্তোষজনক জবাব।

২. জীবনের অখন্ডতার ধারণা (ইহকালীন ও পরকালীন)।

৩. শাশ্বত নৈতিক দৃষ্টিকোণ।

৪. বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনের পবিত্র মূলনীতি।

৫. সামাজিক সুবিচার ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের মূলনীতি।

৬. সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক মূলনীতি।

৭. অর্থনৈতিক পূর্ণাঙ্গ ও সুষম নীতিমালা।

৮. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা।

৯. চিরন্তন হালাল ও হারামের বিবরণ।

১০. উত্তরাধিকার বিধান।

১১. আইন ও বিচার বিধান।

১২. সমর বিধান।

১৩. সত্য ও বাস্তব মানব ইতিহাস।

১৪. সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য।

১৫. মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ নির্দেশ।

১৬. উদারনীতি অর্থাৎ চিন্তা গবেষণা ও ইজতিহাদ করার অবকাশ।

১৭. উন্নয়নের নীতিমালা।

১৮. দেখতে পাবেন, ইসলামের বিধান সমূহ সার্বজনীন এব সর্বকালীন।

১৯. দেখতে পাবেন, ইসলামেই রয়েছে যুগ সমস্যার সমাধান।

২০. ইসলামেই রয়েছে এক অদ্বিতীয় সার্বভৌম আল্লাহর বিশ্বাস।

২১. ইসলামি জীবন ব্যবস্থারই রয়েছে শাশ্বত মডেল-মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.।

২২. একমাত্র ইসলামেই রয়েছে নির্ভুল, শাশ্বত ও অবিকৃত সোর্স অব নলেজ। অর্থাৎ আল কুরআন ও সুন্নাহ্।

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্ম ও মতবাদ সমূহ

বর্তমান বিশ্বে যতো ধর্ম প্রচলিত আছে, তার কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা নয়। ইসলাম ছাড়া সব ধর্ম কেবল কতিপয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশই দিয়ে থাকে। মানব জীবনের বিশাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক, বৈজ্ঞানিক, আইন ও বিচার বিভাগীয়, কৃষি ও শিল্পনীতি সম্পর্কীয় কোনো বিধানই সেগুলোতে পাওয়া যায়না।

অপরদিকে বিশ্বে যেসব ধর্মহীন আধুনিক মতবাদ প্রচলিত আছে, সেগুলো সবগুলোর ভিত্তিই স্রষ্টা ও ধর্ম বিবর্জিত বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া তার প্রত্যেকটিই কোনো একটি খন্ডিত দার্শনিক চিন্তা ভিত্তিক। মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে নিয়ে সেগুলোর কোনো বক্তব্য নেই।

সে হিসেৰে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম, ইহুদিবাদ, খৃষ্টবাদ, কিংবা অন্যান্য ধর্ম, এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, হেগেলীয় ইতিহাস দর্শন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মার্কসীয় কম্যুনিজম, সোসালিজম, ফ্রয়োডীয় যৌনবাদ এবং অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ কোনোটিই মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তো নয়ই, সাধারণ জীবন ব্যবস্থা হবারই যোগ্য নয়।

মানুষের জীবন ব্যবস্থা এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়ার শর্ত ও বৈশিষ্ট্য এ সবগুলো মতবাদেই অনুপস্থিত।

ইয়াহুদী ধর্ম

ইয়াহুদী ধর্মের প্রতিষ্ঠার পটভূমি:

ইয়াহুদী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুসা আলাইহিস্ সালামের নাম বলা হয়ে থাকলেও মূলক এটি মূসা আলাইহিস্ সালাম পরবর্তীতে অনেক পরে বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে বর্তমান রূপ লাভ করে। মিসর থেকে মূসা আলাইহিস সালাম এর সাথে বের হওয়ায় পর বনী ইসরাঈলরা ইউশা ইবনে নূন এর নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। সেখানে তারা বিচারপতিদের দ্বারা শাসিত হত। পরবর্তীতে দাউদ আলাইহিস সালাম ও তার পুত্র সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর সময় তারা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এরপর সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের পুত্রগণ রাজত্বকে "ইসরাঈল ও ইয়াহুদ" এ দু'ভাগে বিভক্ত করে শাসন করতে থাকেন। পরবর্তীতে তাদের উপর বিভিন্ন পরাশক্তির আক্রমনে তারা সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। সম্রাট সারজুন খ্রিষ্টপূর্ব ৭২২ সালে তাদের ইসরাইল শাখার উপর দখলদারিত্ব কায়েম করে তাদের রাজত্ব কবজা করে নেয়। এতে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে তাদের ইয়াহূদী শাখা মিশ্বরের ফির'আউনদের দ্বারা খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৩ সালে আক্রান্ত হয়ে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। এরপর বখতনসর নামীয় দিগ্বিজয়ী অত্যাচারী শাসক তাদের সবাইকে বন্দী করে ইরাকের বাবিলনে নিয়ে আসে। এভাবে ইয়াহুদীদের রাষ্ট্র কাঠামো সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের এ অবস্থা খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এ সব রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও অত্যাচারে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতও হারিয়ে ফেলে। তারপর তাদের উপর গ্রিক সম্রাট আলেক্সান্ডারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর রোমান সম্রাট বম্বি খ্রিষ্টপূর্ব ৬৪ সালে আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে বাইতুল মাকদিস ধ্বংস করে। এসব আক্রমনের কারণে তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সঠিক আকীদাহ্ যা মুসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক প্রবর্তিত ছিল তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। এ সময়ই তাদের এ ধর্মটি ধর্মীয় পুরোহিতদের হাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের অবস্থা সংশোধনের নিমিত্তে আল্লাহ আ'আলা ঈসা আলাইহিস সালামকে তাদের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা তাকে প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাঁর কাছে আকাশে উঠিয়ে নেন।

ইয়াহুদী ধর্মগ্রন্থ :

ইয়াহুদী ধর্মগ্রন্থ মৌলিকভাবে দু'টি।

১- তাওরাত বা (Torah) ও তার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ।

২- তালমুদ বা (Talmud)

তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আর ও একটি গোপন কিতাবের অনুসরণ করে থাকে তার নাম

৩- প্রটোকল

তাওরাত ও তার সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থগুলোর বর্ণনা:

ক. তাওরাত :

ইয়াহুদিদের নিকট 'তাওরাত' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাওরাত শব্দের অর্থ শরী'আত বা ওহী। ইয়াহুদীরা এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন পাঁচটি মৌলিক গ্রন্থ যেগুলো সম্পর্কে তারা বিশ্বাস করে থাকে যে, সেগুলো মুসা আলাইহিস সালাম স্বয়ং স্বহস্তে লিখেছিলেন। তারা সেগুলোর নাম দিয়ে থাকে 'পান্তা তক' পান্তা শব্দটিইগ্রক ভাষার শব্দ যার অর্থ, পাঁচ। সে পাঁচটি খণ্ড হচ্ছে,

- בראשית (Bereishit), ইংরেজিতে Genesis, আরবিতে التكوين বাংলায় পয়দায়েশ। এতে আসমান, যমীন, আদম থেকে শুরু করে ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত নবীদের জীবনী রয়েছে।

২- שמות (Shemot), ইংরেজিতে Exodus, আরবিতে الخروج, বাংলায় হিজরত। এতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর থেকে বনী ইসরাঈলদের মিশর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ রয়েছে।

- ויקרא (Vayikra) ইংরেজিতে Leviticus, আরবিতে اللاوين, বাংলায় লেবীয়। এটি ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর পুত্র লাভী এর দিকে সম্পৃক্ত। যে বংশে মূসা ও হারুন আলাইহিস্ সালামের জন্য। তারাই মৌলিকভাবে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট। এ খণ্ডে এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে।

במדבר (Bamidbar), ইংরেজিতে Numbers, আরবিতে العدد বাংলায় শুমারি। এতে মিশর থেকে বের হওয়ায় পর হতে বনী ইসরাঈলদের বিভিন্ন নির্দেশাবলি ও ঘটনাবলির বর্ণনা এসেছে। তাছাড়া তাদের সংখ্যাও বর্ণিত হয়েছে।

৫- דברים (Devarim), ইংরেজিতে Deuteronomy, আরবিতে التثنية, বাংলায় দ্বিতীয়-বিবরণ। এতে শরী'আতের হুকুম আহকাম পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। এ খণ্ডটিতে মূসা আলাইহিস্ সালাম এর মৃত্যু ও তার কবরের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে মুসলিমগণ তাওরাত বলতে বুঝান ঐ গ্রন্থকে যা আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর বনী ইসরাঈলদের জন্য আলো ও হিদায়াতস্বরূপ নাযিল করেছিলেন।

তাওরাতের সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থের সংখ্যা: ৩৪ টি। তাওরাতসহ তাদের সংখ্যা দাঁড়ায়। ৩৯টি। তাওরাতের সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থবলিকে চারভাগে ভাগ করা যায়।
ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ। যার সংখ্যা তেরটি।

নবীদের গ্রন্থ: যার সংখ্যা: ১৫টি।

প্রজ্ঞা ও কাব্য ভিত্তিক গ্রন্থঃ ৫টি।

প্রার্থনা ও দো'আ সম্বলিত গ্রন্থ। ১টি, যা যাবুর নামে সমধিক খ্যাত।

২- তালমুদ:

তালমুদ হচ্ছে, ইয়াহুদীদের ধর্মীয় আইন ও উপদেশের সংক্ষিপ্তসার সমন্বিত গ্রন্থ। যা তাদের ধর্মীয় পুরোহিত ও নেতাদের মুখে মুখে বর্ণিত হয়েছিল।

তালমূদের দুটি অংশ রয়েছে।
(১) মাশনা না মূল।
(২) জামারাহ বা ব্যাখ্যা।

৩ - প্রটোকল :

পূর্বে ইয়াহুদীরা সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্ত জীবন যাপন করার ফলে তাদের মধ্যে অন্যান্য সমাজ জাতির উপর ক্ষোভ বিরাজ করে। এ ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ এ গ্রন্থে রয়েছে। এ গ্রন্থে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপর কিভাবে প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করা যাবে তা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। ইংরেজিতে এ গ্রন্থটি "The Protocols of the Leaned Elders of Zion" নামে এবং বাংলা ভাষায় এ-গ্রন্থটির একটি সরল অনুবাদ ইহুদী চক্রান্ত' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

আকীদাহ্-বিশ্বাস:

১) তারা নিজেদেরকে কিতাবের অনুসারী বলে বিশ্বাস করে থাকে।

২) একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ইয়াহুদী ধর্ম একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। এই ধর্মানুসারে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বীরা জগতের আদি সত্তা হিসাবে এক ঈশ্বরকে স্বীকার করেন।

৩) ঈশ্বরকে ব্যক্তি হিসাবে বিশ্বাসী: ইয়াহুদী ধর্ম ঈশ্বরকে ব্যক্তি হিসাবে মনে করে। তবে সাধারণ মানুষের মত নয়। ঈশ্বর হচ্ছেন ব্যক্তিসত্তা, তার চেতনা শক্তি আছে এবং তাকে সর্বশক্তিমান ও সর্ববিরাজমান হিসাবে কল্পনা করা হয়। এ ধর্মাবলম্বী মতে, যেহেতু কেউ প্রার্থনা করলে ঈশ্বর কবুল অথবা প্রত্যাখ্যান করেন, সেহেতু ঈশ্বর একজন ব্যক্তি। অর্থাৎ এ ধর্মে ঈশ্বরের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৪) ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষে বিশ্বাসী: ইয়াহুদী ধর্ম ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত মহাপুরুষদের আগমনে বিশ্বাসী। যুগে যুগে মানব জাতিকে সৎপথ দেখানোর জন্য ঈশ্বর যে সকল মহামানব প্রেরণ করেছেন তা এ ধর্ম বিশ্বাস করে।

৫) প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী: ইয়াহুদী ধর্ম ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত তত্ত্বে তথা নবীদের নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী। এ ধর্ম মনে করে যে প্রত্যাদেশ ইয়াহওয়া বা ইলাহ কর্তৃক প্রেরিত।

৬) কর্মবাদে বিশ্বাসী: ইয়াহূদী ধর্ম কর্মবাদে বিশ্বাসী। এ ধর্মানুসারে যে যেমন কর্ম করবে সে সেরকম কর্মফল ভোগ করবে।

৭) ইয়াহুদী ধর্ম বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর অনেকগুলি মানুষ একসাথে তৈরি করে দিয়েছে এবং জন্মের পর এক একটি মানুষ এক একটি দেহ ধারণ করবে। মৃত্যুর পর কেয়ামতের মাঠে তা দেহসবর্ষ আত্মিক রূপ নিবে।

৮) পুনরুত্থানে বিশ্বাসী: ইয়াহূদী ধর্ম দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে। তাদের মতে, শেষ বিচারের দিনে দৈহিক আত্মার বিচার হবে। তারা মনে করে তারা ঈশ্বরের প্রিয়জন, যেহেতু ঈশ্বর বিশ্ববাসীকে ভালবাসেন। তদুপরি তিনি তাদের কৃতকর্মের ফলও দিয়ে থাকেন।

৯) তারা জেরুজালেমকে ঈশ্বরের প্রিয় স্থান বলে মনে করেন।

১০) স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাসী: ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বীরা স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করে। এ ধর্মানুসারে শেষ বিচারে আত্মা পুনরায় জীবিত হবে এবং জগতের পাপ-পুণ্যের কর্মানুযায়ী স্বর্গ ও নরক লাভ করবে বলে বিশ্বাস করে।

১১) জগতের ধারণা: ইয়াহুদী ধর্মানুসারে এ জগত বাস্তব ও স্থায়ী। এ ধর্মমতে এ জগত সত্য এবং জগতকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

১২) মূর্তি পূজার বিরোধী: ইয়াহুদী ধর্ম মূর্তি পূজার বিরোধী। কেননা এ ধর্ম জগতের আদি সত্তা হিসাবে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে থাকে।

১৩) এই ধর্মে মানুষের জীবন চলার পথের বহু দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাতে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তাই এটি একটি নৈতিকতায় ধর্ম।

১৪) কট্টরপন্থী: ইয়াহুদী ধর্ম অত্যন্ত গোঁড়া। এ ধর্মে একবার কেউ ধর্মান্তরিত হলে পরবর্তীতে আর কেউ ফিরে আসতে পারে না।

১৫) চরমপন্থী : ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই ধর্মের অনুসারী ছাড়া অন্য ধর্মের কেউ এ ধর্ম গ্রহন করতে পারবে না। আবার এই ধর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তাই এ ধর্ম চরমপন্থী। এই ধর্মে নবীর আগমন পর্যন্ত স্বীকার করে কিন্তু এর পর আর কোনো নবীকে তারা স্বীকার করে না।

দ্বিতীয়ত: ইয়াহুদী ধর্ম অধ্যয়নে মুসলিমদের অনদান

⊖ আর-রাদ্দু 'আলাল ইয়াহুদ

(الرد على اليهود) এটি মুহাম্মাদ ইবনুল হুযাইল ইবন উবাইদিল্লাহ আল-বাসরী (মৃ. ২২৬ হি.) রচনা করেন। এ গ্রন্থে লেখক ইয়াহুদীদের বিভিন্ন মতামত অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করেছেন।

⊖ আর-রাদ্দু 'আলাল ইয়াহুদ

(الرد على اليهود) এটি আবু উসমান আমর ইবনু বাহর আল-জাহিয (মৃ. ২৫৫ হি.)-এর সংকলন।

⊖ 'মাকালাতুন ফীর রাদ্দি 'আলাল ইয়াহুদ اليهود (مقالة في الرد على) এ গ্রন্থটি ইবনু ক্বাউসায়ীন (মৃ. ৩৬০ হিঃ) কর্তৃক রচিত। তিনি ইয়াহুদী বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

⊖ আর-রাদ্দু 'আলাল ইয়াহু (الرد على اليهود) এটি মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান আল-মিসরী (মৃ. ৩৮০ হিঃ) -এর সংকলন।

⊖ আর-রাদ্দু আলা ইবনে নাগরিলাহ আল-ইয়াহুদী (الرد على ابن النغريلة اليهودي) আলী ইবনে আহমাদ ইবনে হাযম (মৃ. ৪৫৬ হিঃ) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ফকীহ, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস এবং সর্বোপরি জাহেরী মতবাদের একজন সম্মানিত ইমাম ছিলেন। স্পেনের অধিবাসী হিসেবে তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

⊖ 'আস-সাউদ ফির রাদ্দে আল ইয়াহুদ (السعود في الرد على اليهود)

আবুবকর মুহাম্মাদ ইবন ওয়ালিদ ইবন মুহাম্মাদ আত-তারতুসী (মৃ. ৫৬০ হি.) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

⊖ ইফহামুল ইয়াহু (إفحام اليهود)

এটি আস-সামওয়াল ইবনে ইয়াহইয়া আল-মাগরেবী (মৃ. ৫৭০ হি.) কর্তৃক রচিত। তিনি ইয়াহুদী পণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ গ্রন্থটি রচনা করেন। রিয়াদস্থ ইদারাতুল বহুছ আল- ইলমিয়্যাহ ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ হতে ১৪০৭ হি.তে প্রকাশিত হয়।

⊖ "আদ-দুররুল মানদুদ ফির-রাদ্দি আলা ফাইলাসূফিল ইয়াহুদ ادر المنضود في الرد عل فيلسوف اليهود এ গ্রন্থটি হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ ও অলংকারশাস্ত্রবিদ মুজাফফারুদ্দিন আহমাদ ইবন আলী ইবন তালেব ইবনুস-সা'আতি (মৃ.৬৯৪হি.) রচনা করেন"।

⊖ 'মানজুমাতুন ফির-রান্দি আলাল ইয়াহুদি ওয়ান নাসারা منظومة في الرد عل اليهود والنصاري
এ গ্রন্থের লেখক মুহাম্মাদ ইবন্ সাঈদ ইবন হাম্মাদ আস-সুনহাজী আল- বুসীরী (মৃ. ৬৯৬ হি.)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তার রচিত 'কাসীদাতুল বুরদাহ' আরবি সাহিত্য জগতে খুব প্রসিদ্ধ।

⊖ 'আর-রাদ্দু আলাল ইয়াযুদ (الرد على اليهو) এটি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী আলাউদ্দিন আলী ইবন্ আব্দুর রহমান আল-বাজী (মৃ.৭১৪ হি) কর্তৃক সম্পাদিত। বইটির অন্য নাম: আর-রাদ্দু আলাত তাওরাতি' الرد على التوراة

⊖ 'আল-হুসামুল মাহদুদ ফির রাদ্দি আলাল ইয়াহুদ' الحسام المحدود في الرد على اليهود
এ গ্রন্থটির লেখক আব্দুল হক ইবন সাঈদ ইবন্ মুহাম্মদ আল-মাগরেবী (মৃ.৭৬১হি. এর পরে) তিনি মালেকী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

⊖ 'নুহুদু হাছিছিন নুহুদ ইলা দুহুদি খাবীছিল ইয়াহুদ' نهوض حثيث النهود إلى دحوض خبيث اليهود এ বইটি যায়নুদ্দিন সারীজা ইবন্ মুহাম্মাদ আল-মালাতী আল-মারদীনী আশ- শাফেয়ী (মৃ.৭৮৮হি.) কর্তৃক সংকলিত। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।

⊖ 'মুজাদালাতু মা'আল ইয়াহূদে ওয়ান নাসারা' مجادلة مع اليهود والنصاري এ বইটি আবু যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন ইবরাহীম ইবন উমর আর-রাকীলী (মৃ ৮২৫ হি) কর্তৃক সংকলিত।

⊖ 'আর-রিসালাতুল হাদিয়াহ্ ফির রাদ্দি 'আলাল মুসাওয়ীয়্যাহ الهادية في الرد على الموسوية গ্রন্থটি রচনা করেন আব্দুস সালাম আল-মুহতাদী। নও-মুসলিম এ লেখক ইসলামগ্রহণের পর ইয়াহুদীদের মতামত খণ্ডন করে এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

⊖ রিসালাতুন ফির রাদ্দি আলাল ইয়াহুদ
الرسالة في الرد على اليهود
তাশকুবরী যাদাহ, আবুল খায়ের আহমাদ ইবন মুস্তাফা ইবন খালীল (মৃ ৯৬৮ হি.) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি তুর্কী বংশোদ্ভূত হলেও আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

⊖ ইরশাদুছ ছিকাত ইলা ইত্তিফাকিশ শারায়ে আলাত্তাওহীদে ওয়াল মা'আদি ওয়াননাবুওয়াতে'ارشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات গ্রন্থটি আল্লামা শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ (মৃ.১২৫০ হি.) সংকলন করেন। তিনি ইয়ামেনের বড় মুজতাহিদ ও ফকীহ ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি স্পেনের মুসা ইবন্ মাইমুন ইয়াহুদীর মতামত খন্ডন করেন।

⊖ 'আররিসালাতুস সাবয়ীয়্যাহ বি ইবতালিদ দিয়ানাতিল ইয়াহদিয়্যাহ' الرسالة السبعية بإبطال الديانات اليهودية) এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন, নও মুসলিম ইসরাঈল ইবনে সামওয়ীল আলঔরশেলীমী। আব্দুল ওয়াহহাব তাওয়ীলা এটা সম্পাদনা করেছেন। যা বৈরুত ও দামেস্কস্থ দারুল কলম হতে ১৪১০ হি.তে প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ মুকারানাতুল আদইয়ান: আল-ইয়াহুদিয়্যাহ')مقارنة الأديان اليهودية ড. আহমাদ শালাবী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি কায়রোস্থ আন-নাহদাতুল মিসরিয়াহ লাইব্রেরি থেকে ১৯৮৪ সালে ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

⊖ "আল-ফিকরুদ্দীনী আল-ইয়াহুদী': আতওয়ারুহ্ ওয়া মাযাহিবুহ্ الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ও 'আযহাসুল ফিকরিল ইয়াহুদী اجحاث الفكر اليهودي ড. হাসান যা যা। ধারুল কলম দামেশক থেকে ১৪০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

⊖ 'মাওসূওআতুল ইয়াহুদ ওয়াল ইয়াহুদীয়্যাহ ওয়াস সাহয়ুনিয়্যাহ' الموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية এ বিশ্বকোষের লেখক ড. আহমাদ আব্দুল ওয়াহহাব আল-মাছিরী। ইয়াদুদী ধর্ম ও তাদের বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে এ বিশাল বিশ্বকোষটি দারুস শুরুক থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ 'আস-সামেরিউন ওয়াল ইয়াহুদ السامريون واليهود ড. সাইয়্যেদ ফারাজ সাইয়্যেদ এটি রচনা করেন। সম্প্রতি তা রিয়াদস্থ দারুল মিররিখ হতে প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ আলাকাতুল ইসলাম বিল ইয়াহুদিয়্যাহ العلاقة الإسلام باليهودية ড. মুহাম্মাদ খলীফা হাসান আহমাদ এ গ্রন্থের রচয়িতা। কায়রোস্থ দারুস সাকাফাহ হতে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।

⊖ আল-ইয়াহূদীয়্যাহ')اليهودية(
ড. মুহাম্মাদ বাহর আব্দুল মজিদ এ গ্রন্থের রচয়িতা। কায়রোস্থ মাকতাবাতু সাঈদ রা'ফাত হতে ১৯৭৮ সালে তা প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ 'আল-ইয়াহুদ ফিল কুরআন اليهود في القران : এটি আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ আত-তাব্বারাহ কর্তৃক রচিত এবং দারুল ইলম লিল মালায়ীন, বৈরত থেকে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়।

⊖ 'নিহায়েতুল ইয়াহুদ' نهاية اليهود মুহাম্মাদ ইযযত মুহাম্মাদ আরেফ কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৪১০ হি.তে প্রকাশিত হয়।

⊖ 'আল-কানযুল মারসূদ ফী কাওয়ায়েদিত তালমুদ' الكنز المرصود في القواعد التلمود রচনা করেন। দারুল উলুম বৈরুত এবং দারুল কলম দামেশক থেকে ১৪০৮ হি. তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

⊖ "আত-তালমুদ ওয়া মাওক্বিফুহু মিনাল ইলাহিয়্যাত। 'আরদ্ব ওয়া নাক্বদ' التلمود وموقفه من الإلهيات : عرض ونقد এটি ড. আবু বকর মুহাম্মাদ সানী এর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনায় আল- আকীদা বিভাগ থেকে পিএইচডি, ডিগ্রিপ্রাপ্ত অভিসন্দর্ভ।

খ্রিষ্টধর্ম

প্রথমত। খ্রিষ্টধর্মের পরিচয়

পরিচিতি:

খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদেরকে পবিত্র কুরআন ও রাসূলের সুন্নায় নাসারা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নাসারা নামটি 'নাসরানা' নামক জনপদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। যেখানে ঈসা মসীহ আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে 'আহলুল কিতাব' ও 'আহলুল ইঞ্জীল' নামে ভূষিত। করেছেন।

কিন্তু এ ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদেরকে ঈসা মসীহ আলাইহিস্ সালাম এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে মসীহী বা খ্রিষ্টান হিসেবে দাবি করে থাকে। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ এমনকি ঈসা আলাইহিস সালামও তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে এ নাম দেন নি। যা তাদের ধর্মগ্রন্থের কোথাও উল্লেখ নেই। সর্বপ্রথম ৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তাকিয়া জনপদে তাদেরকে অন্যদের পক্ষ থেকে এ নামে ডাকা হয়েছিল। ইংরেজি (Christ) শব্দটি গ্রিক শব্দ (Christus) থেকে উদ্ভুত, হিব্রু ভাষায় যাকে মিসাইআ (Messiah) নামে অভিহিত করা হয়। যাকে আরবিতে মসীহ বলা হয়।

কোনো কোনো খ্রিষ্টান পণ্ডিত মনে করেন যে, সর্বপ্রথম যখন তাদেরকে এ নামে ডাকা হয়েছিল তখন তা ছিল নিন্দা বা গাল-মন্দ পর্যায়ের। অতএব, তাদেরকে আহলে কিতাব

বা নাসারা নামে অভিহিত করাই শ্রেয় ও যুক্তিযুক্ত। কেননা, মসীহ ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি তাদের সম্বন্ধ করা সর্বোতভাবে ভুল।

বর্তমান পৃথিবীর বৃহৎ ধর্মগুলোর মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম অন্যতম। খ্রিষ্টানদের ধর্মবিশ্বাসই খ্রিঃধর্ম নামে পরিচিত এবং তাঁরাই খ্রিষ্টান যারা যিশুখ্রিষ্টে বিশ্বাস করেন। খ্রিষ্টধর্মের আদি ইতিহাস থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে বৌদ্ধ এবং ইসলাম ধর্মের মত এই ধর্মও প্রচারের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছে। আধুনিক যুগে প্রাচ্য সভ্যতার সঙ্গে এই ধর্মের সংযোগ ঘটেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার মাধ্যমে এই ধর্ম মানবজাতির এক বৃহত্তর অংশের উপর তার প্রভাব বিস্তারিত করেছে। বর্তমান যুগে খ্রিষ্টধর্মের সমর্থকবৃন্দের সংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার এক বৃহত্তর অংশ।

খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতে খ্রিষ্টধর্ম :

খ্রিষ্টধর্মের সাধারণ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ম্যাকডোনাল (Macdonell) বলেন। এই ধর্ম হল ইয়াহুদী ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে খ্রিস্টের যারা প্রবর্তিত একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম, যে ধর্মে খ্রিষ্টকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ বলে গণ্য করা হয়েছে, যে ধর্মে খ্রিষ্টের আত্মোৎসর্গমূলক মৃত্যুর দ্বারা মানবজাতির প্রায়শ্চিত সাধিত হয়েছে এবং যে ধর্ম তার ধর্মীয় এবং নৈতিক পরিসরের মধ্যে সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই ধর্ম খ্রিষ্টের জীবন ও বাণীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, কোনো ধরাবাধা নিয়মের বা বিধির উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়

খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যিশুর জীবন ও ক্রিয়াকলাপই খ্রিষ্টধর্মের উৎস, কাজেই তা বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম বা কনফুসিয়াসের প্রচারিত ধর্মমতের মতই একটি ঐতিহাসিক ধর্ম। হাস্টন স্মিথ (Husten Sevith) বলেন, খ্রিষ্টধর্ম মূলত একটি ঐতিহাসিক ধর্ম। এর অর্থ হল এই ধর্মের ভিত্তি মূলত কতকগুলি সার্বিক নীতি নয়; বরং মূর্ত ঘটনা, বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার উপরই এই ধর্মের ভিত্তি।

প্রতিষ্ঠাতা :

খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, যিশুখ্রিষ্টই খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক। অথচ ঈসা আলাইহিস সালাম কখনো ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের প্রতি আহ্বান জানান নি। তার অনুসারী হাওয়ারীগণও ইসলামের উপর ছিলেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"যখন 'ঈসা তাদের কুফরী উপলব্দি করল তখন সে বলল, 'আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি। আর আমরা মুসলিম, তুমি এর সাক্ষী থাক

মূলত খ্রিষ্টধর্মটি শৌল নামক নব-দীক্ষিত ধর্মান্তরিত এক লোক যে পরে নিজেকে সেন্ট পল নামে পরিচয় দিয়েছে সেই সর্বপ্রথম ঈসা প্রকৃত অনুসারী হাওয়ারীদের বিরোধিতা করে বিভিন্ন নতুন আকীদা বিশ্বাসের প্রবর্তন করে ঈসা মসীহ বা যিশু খ্রিষ্ট এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে এর নামকরণ করেন খ্রিষ্টধর্ম।

ধর্মগ্রন্থ:

১। বাইবেল

এটি খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এই ধর্মগ্রন্থের দুটি ভাগ আছে পূর্বখন্ডত (Old Testament) ও অন্তখণ্ড (New Testament)। পূর্বখন্ডে যিশুর জন্মের পূর্ব পর্যন্ত ইসরাঈল জাতির ইতিহাস আছে, অন্তখণ্ডে আছে যিশুর জীবনী ও যিশুর শিষ্যদের কার্যকলাপের বিবরণ। এ ছাড়াও পল লিখিত বিভিন্ন চিঠিও তাদের ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত।

২। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্মেলন

এ সমস্ত সম্মেলন দু ভাগে বিভক্ত।

ক. আঞ্চলিক।

খ. আন্তর্জাতিক।

এগুলোর মধ্যে ৮টি সম্মেলন উল্লেখযোগ্য।

আকীদাহ-বিশ্বাস :

-সব খ্রিষ্টানই বিশ্বাস করেন যে, যিশুখ্রিষ্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটেছে।

-খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে যে তাদের ধর্ম মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।

-খ্রিষ্টধর্ম যিশুর উপদেশ পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

-মানবজাতির ত্রাতা বা রক্ষাকর্তা হিসেবে যার আবির্ভাব হবে বলে ইয়াহুদীরা আশা করেছিল যিশুকেই সেই প্রত্যাশিত দাতা রূপে গণ্য করে 'খ্রিষ্ট' উপাধি তাঁর উপর প্রত্যর্পণ করা হয়।

-নাজারথে যিশুর ভক্তদেরই প্রথম খ্রিষ্টান নামে অভিহিত করা হয়। ইয়াহুদী ধর্মের সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের গভীর সম্পর্কে বর্তমান এবং প্রথম খ্রিষ্টানরা ছিল সবাই ইহুদী।

-খ্রিষ্টধর্মে ঈশ্বরের যে স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তা হল এই: ঈশ্বর অনন্ত ও অসীম, ঈশ্বর এক অসীম সত্তা। ঈশ্বর এই পদটি যে সত্তাকে নির্দেশ করে, সে সত্তা হল সব সত্তার উৎস এবং ভিত্তি।

-ত্রিত্ববাদ (Trinity) খ্রিষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্য। খ্রিষ্টানদের মতে ঈশ্বরের তিন রূপ-পিতা (God the Father), পুত্র (God the Son) ও পবিত্র আত্মা (God the Holy

Spirit)। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর পিতা, স্রষ্টা, সকল কিছুর আদি উৎস, পুত্র হিসেবে তিনি যিশুর মধ্যে মূর্ত এবং পবিত্র আত্মা হিসেবে তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এবং আমাদের আত্মার মধ্যে বিরাজমান। যিশুখ্রিষ্টকে খ্রিষ্টানগণ ঈশ্বরের পুত্ররূপে জানেন এবং বলেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার (Incarnation of God) তিনে এক-একে তিন'-এটি কেবলমাত্র বাইবেলের (New Testament) -এর কোনো বর্ণনা থেকে খ্রিষ্টানরা গ্রহন করে থাকে। তবে (Old Testament) এ এটি নেই, সেখানে ঈশ্বর একক এবং অদ্বিতীয় রূপেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

-খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে একই ঈশ্বরের সমমর্যাদা সম্পন্ন ও সমশক্তি সম্পন্ন তিনটি রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে-পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। খ্রিস্টানরা একেশ্বরবাদী হিসেবে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং তবু এক ঐক্যের মধ্যে তিনের বিভেদের কথা বলে- পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।

-খ্রিষ্টধর্মের দুটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় হল-ক্যাথলিক (Catholic) এবং প্রোটেস্ট্যান্ট (Protestant)। তারা উভয়ে একই মূলনীতিতে বিশ্বাসী কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রোটেস্ট্যান্টরা মনে করেন যে, মানুষ তার পথে চলার জন্য সকল সময়ই শুধুমাত্র বাইবেলের উপর নির্ভর করনে।

-এছাড়াও তাদের আরেকটি সম্প্রদায়ও রয়েছে যাদেরকে বলা হয় অর্থোডো ক্স (Orthodox) যারা কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করার দাবি করে থাকে।

দ্বিতীয়ত : খ্রিষ্টধর্ম অধ্যয়নে মুসলিমদের অবদান

-খলীফা হারুনুর রশীদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাহদী (মৃ. ১৭০ হি) এর পত্র

এটি খলীফা হারুনুর রশীদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাহদী কর্তৃক ষষ্ঠ বাইজেন্টাইন সম্রাট কস্টান্টিনের কাছে প্রেরিত পত্র। যা হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে খলীফার লিখক আবুর-রাবী' মুহাম্মাদ ইবনু আল-লাইস তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে লিখেছিলেন। যা সর্বমোট ৩৩

পাতায় সমৃদ্ধ ছিল। এতে তিনি প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলামের বৈশিষ্টাবলি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন দাবি খন্ডন, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলাম গ্রহণের আহবান তুলে ধরেন।

- "আর রাদ্দু আলান নাসারা" الرد على النصارى এটি দ্বারার ইবনে আমর আল-বাসরী মৃ. ১৯০ হিঃ রচনা করেন। এ গ্রন্থে খ্রিষ্টানদের মতামত খন্ডন করত দশটি অধ্যায় সন্নিবেশিত রয়েছে।

- 'আর-রাদ্দু 'আলা আসনাফিন নাসারা' الرد على أصناف النصارى
এ গ্রন্থটি খ্রিষ্টানদের একজন প্রখ্যাত পাদ্রি আবুল হাসান 'আলী ইবনু রাব্বান আত-তাবারী (মৃ. ২৪৬ হিঃ) কর্তৃক রচিত। তিনি প্রথমে খ্রিষ্টানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলামের সুমহান আদর্শের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। এ গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত চমকপ্রদভাবে খ্রিষ্টানদের শ্রেণিবিন্যাস করত তাদের দাবিসমূহ খন্ডন করেছেন। দুজন খ্রিষ্টান পণ্ডিতের সম্পাদনায় বৈরুত হতে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

- 'আদ-দ্বীন ওয়াদ দাওলাহ الدين والدولة এটি আলী ইবন রব্বান আত-তাবারী (মৃ.২৫৩হি.) কর্তৃক সংকলিত এবং আদেল নুওয়াইহিদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং বৈরুতস্থ দারুল আফাক আল জাদীদাহ হতে ১৪০২ হি.তে চতুর্থ সংস্করণ বের হয়।

- 'আল-মুখতার ফির রাদ্দি আলান নাসারা' المختار في الرد عل النصاري এটির রচয়িতা হলেন, আবু উসমান আমর ইবন্ বাহর আল-জাহিয (মৃ.২৫৫হি.)। ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আশ-শারকাওয়ী এটি সম্পাদনা করেছেন। কায়রোস্থ দারুস-সাহওয়া হতে ১৪০৫হি, তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

- 'আর রাদ্দু আলান নাসারা" الرد على النصارى এটি আবার ইবনে আমর আল-বাসরী মৃ. ১৯০ হিঃ রচনা করেন। এ গ্রন্থে খ্রিষ্টানদের মতামত খণ্ডন করত দশটি অধ্যায় সন্নিবেশিত রয়েছে।

- 'আর-রাদ্দু 'আলা আসনাফিন নাসারা' الرد على أصناف النصارى

এ গ্রন্থটি খ্রিষ্টানদের একজন প্রখ্যাত পাদ্রি আবুল হাসান 'আলী ইবনু রাব্বান আত-তাবারী (মৃ. ২৪৬ হিঃ) কর্তৃক রচিত। তিনি প্রথমে খ্রিষ্টানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলামের সুমহান আদর্শের হায়াতলে আশ্রয় নেন। এ গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত চমকপ্রদভাবে খ্রিষ্টানদের শ্রেণিবিন্যাস করত তাদের দাবিসমূহ খণ্ডন করেছেন। দুজন খ্রিষ্টান পণ্ডিতের সম্পাদনায় বৈরুত হতে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

⊖ 'আদ-দ্বীন ওয়াদ দাওলাহ الدين والدولة এটি আলী ইবন রব্বান আত-তাবারী (মৃ.২৫৩হি.) কর্তৃক সংকলিত এবং আদেল মুওয়াইহিদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং বৈরুতস্থ দারুল আফাক আল জাসীদাহ হতে ১৪০২ হি.তে চতুর্থ সংস্করণ বের হয়।

⊖ 'আল-মুখতার ফির রাদ্দি আলান নাসারা')المختار في الرد عل النصاري এটির রচয়িতা হলেন, আবু উসমান আমর ইবন্ য্যাহর আল-জাহিয (মৃ.২৫৫হি.)। ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আশ-শারকাওয়ী এটি সম্পাদনা করেছেন। কায়রোস্থ দারুস-সাহওয়া হতে ১৪০৫হি, তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

⊖ রিসালাতুন ফীর রাদ্দি 'আলান নাসারা الإرسالة في الرد على النصارى এটি আবু ইউসুফ ইয়া'কুব ইবনু ইসহাক আল-কিন্দি (মৃ. ২৬০ হিঃ)- এর রচিত গ্রন্থ । তিনি একজন ডাক্তার, দার্শনিক, প্রকৌশলী এ জোতিষবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তার লেখনী অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি।

⊖ রাদ্দুনন নাসারা رد النصارى
এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান আস-সারাখসী (মৃ. ২৬৮ হিঃ)। তিনি ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও বিভিন্ন বিষয়ের পন্ডিত ছিলেন।

⊖ রুহবান الرهبان এটি ইবনু আবিদ দুনিয়া, 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবন উবাইদ আল- কুরাশী (মৃ. ২৮১ হিঃ) কর্তৃক রচিত।

⊖ 'মাযাহিবুন নাসারা' ও 'আল-কালামু 'আলান নাসারা مذاهب الكلام على النصاري و (النصارى উল্লেখিত গ্রন্থদয় আবুল হাসান 'আলী ইবনু ইসমাঈল ইবন ইসহাক আল-বাসরী (মৃ. ৩৪৪ হি) রচনা করেন।

⊖ 'আল-ই'লাম বি মানাকিবিল ইসলাম الإعلام بمناقب الإسلام
আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল-আমেরী আন-নীশাপুরী (মৃ. ৩৮১ হি) তিনি এ গ্রন্থখানি রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন দীন ও মতবাদের মোকাবিলায় ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। রিয়াদস্থ মুআচ্ছাছাতু দারুল আসালাহ হতে ১৪০৮ হি. তে আহমাদ আব্দুল হামীদ গোরাব এয় সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ 'আর রাদ্দু আলান নাসারা' الرد على النصارى এ গ্রন্থটির রচয়িতা কাজী আবদুল জাব্বার ইবনু আহমাদ আল-হামাযানী (মৃ. ৪১৫ হি.)।

⊖ শিফাউল গালীল ফী বয়ানি মা ওয়াকা'আ ফিতাওরাতি ওয়াল ইঞ্জিলে মিনাত তাবৃদীল شفاء القليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من العبديل এটি ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আব্দুল মালেক ইবন আব্দুল্লাহ আল- জুয়াইনী (মৃ. ৪৭৮হি.) এর অন্যতম রচনা। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

⊖ "আর-রাদ্দু আলান-নাসারা' الرد على النصارى আবু আলী ইয়াহইয়া ইবন্ ঈসা ইবনে জাযলাহ আদ-বাগদাদী (মৃ. ৪৯৩ হি.) ও গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি প্রাথমিক জীবনে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলামের সুমহান ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাগদাদের একজন অন্যতম গবেষক ও ডাক্তার হিসেবে তার খ্যাতি ছিল।

⊖ 'আর-রাদ্দুল জামীল লি ইলাহিয়্যাতি ঈসা বি সারীহিল ইঞ্জিল' ارد الجميل الإلهية عيسى بصريح الانجيل এটি প্রখ্যাত দার্শনিক, সুফী-সাধক, আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-গাযালী, আত-তূসী (মৃ. ৫০৫ হি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থ।

রিয়াদস্থ দারু উমাইয়া হতে ১৪০৩ হিজরিতে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আশ শারকাওয়ীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। অথবা আব্দুল আযীয আব্দুল হক হিলমী এর সম্পাদনায় ১৩৯৪ হিজরি মোতাবেক ১৯৭৪ সালে কায়রোস্থ আমিরিয়া প্রিন্টার্স থেকেও গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল।

⊖ আর-রাদ্দু আলান-নাসারা الرد على النصارى আবুবকর মুহাম্মাদ ইবন ওয়ালিদ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তারতূসী (মৃ. ৫৬০ হি.) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

⊖ 'মাকামে হামাতিস সুলবান ফির-রাদ্দে আলা আবাদাতিল আওছান ওয়া মারাতে রাওদাতিল ঈমান مقامع هامات الصلبان في الرد على عبدنة الأوثان ومراتع روضات الإيمان আবু উবাইদা আহমাদ ইবনে- আব্দুস সামাদ আল-খাজরাযী আল-কুরতুবী (মৃ.৫৮২ মি.) এ গ্রন্থটির রচয়িতা। এতে তিনি খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন সন্দেহের অপনোদন করেছেন। আব্দুল মাজিদ এবং ড. মুহাম্মদ শামায় সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে

⊖ আন- নাসীহাতুল ঈমানিয়্যা ফী ফাদিহাতিল মিল্যাতিন নাসরানিয়্যাহ
النصيحة الإيمانية في قضيحة الملة النصرانية
এ অনবদ্য রচনাটি নওমুসলিম নাশার ইবন ইয়াহয়া ইবন ইসা আল মুতাতাব্বিব (মৃ. ৫৮৯ হি) কর্তৃক সংকলিত। পরবর্তীতে গ্রন্থটি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহকীক ও সম্পাদনা করে মাহমুদ আব্দুর রহমান ক্বাদাহ ১৪০৭ হি. তে এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। এর অন্য আরেকটি প্রকাশনা কায়রোস্থ দারুস সাহওয়া থেকে ১৪০৬ হি.তে ড. আব্দুল্লাহ আশ শারকাওয়ীর সম্পাদনায় বের হয়েছে।

⊖ মুনাযারাতু ফির রাদ্দী আলান নাসারা
المناظرة في الرد على النصارى এ গ্রন্থটি ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইবনে হুসাইন আর-রাযী। আল-কুরাশী (মৃ: ৬০৬ হি.) রচনা করেন। তিনি প্রখ্যাত মুফাসসির এবং ব্যক্তিগত জীবনে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

⊖ 'আর-রাদ্দু আলান নাসারা الرد على النصاري

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল-ফাহমী আর-রাহাওয়ী (মৃ.৬১২ হি.) এ গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি সম্পন্ন করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ জীবনিকার ছিলেন।

⊖ মাকালাতুন ফির রাদ্দে আলাল ইয়াহুদে আলান নাসারা" مقالة في الرد على اليهود والنصاري

এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন, মুওয়াফ্ফাকুদ্দিন আব্দুল লতীফ ইবন ইউসুফ ইবন মুহাম্মাদ আল-মওসেলী আশ-শাফেয়ী (মৃ.৬২৯ হি)। তিনি একাধারে ফকীহ, নাহুশাস্ত্রবিদ, অভিধানবেত্তা, ডাক্তার ও ইতিহাসবিদ ছিলেন।

⊖ আর-রাদ্দু আলান নাসারা الرد على النصارى

এটি জামালুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে ইউসুফ আশ-শাইবানী (মৃ.৬৪৬ হি) কর্তৃক রচিত একটি গ্রন্থ।

⊖ "আর-রিসালাতুন নাসেরিয়্যার الرسالة الناصرية রিসালাতুন ফিল মুনাযারাতি বাইনাল মুসলিমীনা ওয়ান নাসারা' رسالة في المناظرة بينا المسلمين والنصارى 'রিসালাতুন ফী যিকরিল মুখালিফীন লি নাবুওয়াতে নাবিৎিয়্যনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াল জাওয়াবু আন শুবাহিহিম رسالة في ذكر المخالفين لدوة نبينا صل الله عليه الوسلم والجواب عن شبههم

উল্লেখিত গ্রন্থগুলো হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ নাজমুদ্দীন মুখতার ইবনু মাহমুদ ইবন মুহাম্মাদ আল-গাযমীনী আল-যাহেদী (মৃ. ৬৫৮ হি.) কর্তৃক রচিত।

⊖ তাখজীলু মান হাররাফাত তাওরাতা ওয়াল ইনিজল تخجيل من حرف التوراة والانجيل

আল বায়ানুল ওয়াদেহুল মাশহুদ মিন ফাদায়িহুন নাসারা ওয়াল ইয়াহুদ

البيان الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهود 'আর-রাদ্দু আলান নাসারা الرد على النصارى

উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থের লেখক হলেন, কাযী সালেহ ইবন হুসাইন আল- জাফরী আল-হাশেমী (মৃ. ৬৬৮হি)। তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে একজন বিশেষজ্ঞ আলেম ছিলেন। এখানে ঈসা আলাইহিসসালাম এর জীবনী, নবুওয়তের প্রমাণ, ইঞ্জীলের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের স্থানসমূহ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

⊖ 'আল-ই'লাম বিমা ফী দীনিন নাসারা মিনাল ফাসাদে ওয়াল আওহামি ওয়া ইযহারি মাহাছিনি দীনিল ইসলান ওয়া ইছবাতি নাবুওয়াতি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম بما في دين النصارى من الفساد
والأوهام واظهار محاسن دين الإسلام والثبات انيوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام
এটি প্রখ্যাত মুফাসসির মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবনে আবু বকর আল কুরতূবী (মৃ.৬৭১হি) কর্তৃক রচিত গ্রন্থ ।

⊖ 'আল আজওয়িবাতুল ফাখিরা ফির-রাদ্দি আলাল আসয়িলাতিল ফাজেরাহ الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة ও আদিল্লা তুল ওয়াহদানিয়্যাহ ফির রাদ্দি আলান নাসরানিয়্যাহ ادلة الوحدانية في الرد على النصرانية ও গ্রন্থদয়ের রচয়িতা হলেন শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবন ইদরীস ইবন আব্দুর রহমান আল কারাফী (মৃ.৬৮৪ হি.)। তিনি মালেকী মাযহাবের একজন বিশেষজ্ঞ, উসুলবিদ এবং ভাষাবিদ ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম গ্রন্থটি বৈরুতস্থ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ হতে ১৪০৬ হি.তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

⊖ "ইরশাদুল হায়ারা ফির-রাদ্দি আলান নাসারা إرشاد الحياري في الرد على النصاري আব্দুল-আযীয ইবন আহমাদ ইবন সায়ীদ আদ-দুমাইরী আদ-দারীনী (মৃ. ৬৯৪ হি.) এ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ, অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

⊖ রাদ্দন নাসারা رد النصاري
এটি আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মু'মিন ইবন খালফ ইবন আবিল হাসান আদ- দুমাইজী (মৃ.৭০৫হি) রচনা করেন।

⊖ 'আল-ইন্তিসারাতুল ইসলামিয়াতি ফী কাশফি শুবাহিন নাসরানিয়াহ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية)
আবুর-রাবী নাজমুদ্দিন সুলাইমান ইবনু আব্দুল কাওয়ী ইবন আবদুল কারীম আত-তুফী আ স-সারসারী (মৃ .৭১৬ হি.) এ বইটি লিখেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ,

উসুলবিদ হিসাবে খ্যাত ছিলেন। বইটি ড. আহমদ হিজাযী আস-সাক্কা এর সম্পাদনায় মিসরস্থ মাক্তাবাতুন নাফিয়া থেকে প্রকাশিত।

⊖ 'মাসালিকুন নাযর ফি নাবুওয়াতি সাইয়্যিদিল বাশার' مسالك النظر في نبوة سيد البشر

বইটি সাঈদ ইবন হাসান আল-ইস্কান্দারানী (মৃ, ৭২০ হি.) সংকলন করেন। তিনি পূর্বে খ্রিষ্টান ছিলেন। অত:পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণস্বরূপ এ গ্রন্থখানি রচনা করেন। ড. মুহাম্মাদ আশ-শারকাওয়ী কর্তৃক সম্পাদিত। কায়রস্থ মাকতাবাতুয যাহরা হতে ১৪১০ হি,তে প্রকাশিত।

⊖ 'আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দীলান মাসীহ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ও রিসালাতুন ফির রাদ্দি আলান নাসারা رسالة في الرد على المصاري এ গ্রন্থ্যদয় শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন আব্দুস সালাম ইবন তাইমিয়্যাহ (মৃ. ৭২৮ হি) রচনা করেন। তিনি একাধারে মুহাফসির, মুহাদ্দিস কালামশাত্রবিদ, ফকীহ এবং উসুলশাত্রবিদ ছিলেন।

⊖ হিদায়াতুল হায়ারা ফী আজওয়ীবাতুল ইয়াহুদি ওয়ান নাসারা هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري ইমাম ইবনুল কাইয়েম, মুহাম্মাদ ইবন আবি বকর ইবন আইয়্যুব আয- যুরয়ী আদ-দামেশকী (মৃ. ৭৫১ হি.) এ গ্রন্থের রচয়িতা । তিনি যে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং উসুলী ছিলেন।

⊖ "তুহফাতুল আরীর ফির রাদ্দি আলা আহলিস সালীব تحفة الأريب في الرد على أهلى الصليب

বইটির রচয়িতা হলেন, আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ আত-তারজুমান আল- মায়ুরকী (মৃ. ৮৩২ হি.)। তিনি একজন খ্রিষ্টান পাদ্রি ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর উপরোক্ত গ্রনথখানি রচনা করেন। ড. উমর ওয়াফীক দাউক এটি সম্পাদনা করেন। দারুল বানা আল-ইসলামীয়াহ, বৈরুত হতে ১৪০৭ হি তে প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ আল-মুন্তাখাবুল জালীল মিন তাখজীলে মান হাররাফাল ইঞ্জীল المنتخب الجليل من التجيل من حرف الانجيل এটি আবুল ফজল আল-মালেকী আস-সাউদী (মৃ.৯৪২হি, পরে) রচনা করেন। মিশরস্থ মাকতাবাতু আহমাদ আল-মালীজী হতে ১৩২২ হি তে প্রকাশিত হয়।

⊖ অল-বাহসুস সারীহ ফিদ দীনিস সহীহ البحث الصريح في الدين الصحيح এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন, যিয়াদাহ ইবন ইয়াহইয়া আর-রাসী। তিনি হিজরি একাদশ শতাব্দীর একজন খ্রিষ্টান পাদ্রি ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করে এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

⊖ 'কাবসুল আনওয়ার ফির রাদ্দি আলান নাসারাল কুফফারাল আশরার قبس الأنوار في الرد على النصاري الكفار الأشرارة
বইটির লেখক আব্দুল্লাহ আল-আমরী আত-তারাবলেসী আল-হানাফী (মৃ.১১৫২ হি)।

⊖ 'ওয়াজীযাতুল মাকাল ফি বয়ানি মিলালিদ দুল্লাল وجيزة المقال في بيان (مثل الضلال
গ্রন্থটি হানাফী আলেম শাইখ আহমাদ ইবন্ আসসাইয়্যেদ উসমান আদ- দামেশকী (মৃ.১১৬৩ হি.) রচনা করেন।

⊖ 'আল-আজওয়িবাতুল জালিয়্যাহ লি দাহদিদ দাওয়াতিন নাসরানিয়্যাহ الأجوبة الجليه لدحض دعوة النصرانية খুলাছাতুত তারজীহ লিদ্দীনিস সহীহ الترجيح للدين الصحيح
উপরোক্ত গ্রন্থদয় মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন আব্দুর রাহমান আত ত্বাবী আদ দামেশকী (মৃ.১১৭৯ হিজরির পরে) রচনা করেন।

⊖ 'আল-জাওয়াবুল ফাসিখ ফী রদ্দে আব্দিল মাসীহ' (الجواب الفسيخ في الرد عبد المسيح
এই গ্রন্থটির রর্চয়িতা হ লেন, খাইরুদ্দীন নু'মান ইবন মাহমুদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-আলুসী আল-বাগদাদী (মৃ.১২১৭ হি.) তিনি হানাফী মাযহাবের একজন উঁচু স্তরের আলেম ছিলেন এবং সালাফী আকীদার অনুসারী ছিলেন।

⊖ 'মিনহাতুল কারীবিল মুজিব ফির রাদ্দি আলা উব্বাদিস সালীব منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب এটি শাইখ আব্দুল আযীয ইবন হামদ ইবন নাসের ইবন্ মা'মার (মৃ. ১২৪৪ হি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থ। তিনি সৌদি আরবস্থ নাজদী আলেমদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

⊖ আল-বারাহীনুষ সাবাতীয়্যাহ ফীমা ইয়াস্তাকীমু বিহী দা'আয়েমুল মিল্লাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ ওয়া তানহাদিমু বিহী আসাতিনিস শারীয়াতিল মানসূখাহ আল ঈসুওয়ীয়্যাহ البراهين شاباطية فيما يستقيم به دعائم الملة المحمدية وتنهدم به أساطين الشريعة المنسوخة العيسوية বইটির রচয়িতা হলেন জাওয়াদ সাবাত ইবন্ ইবরাহীম সাবার ইবন্ মুহাম্মাদ সাবাত আল-বাসরী আল-হানাফী (মৃ.১২৫০হি.)।

⊖ মুমাহিকাতুত তা'বীল ফী মুনাকাদাতিল ইনজীল' مماحكات التأويل في مناقضات الأنجيل ও তা'লীকুন আলাল আনাজীলিল আররা আহ تعليق على الأناجيل الأربعة উক্ত গ্রন্থদয় আহমাদ ফারেস ইবন ইউসুফ আশ-শাদইয়াক (মৃ. ১৩০৪ হি.) সংকলন করেন। তিনি লেবাননের অধিবাসী খ্রিষ্টানদের মারুনী সম্প্রাদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারপর ইসলাম গ্রহন করেন এবং উপরোক্ত গ্রন্থদয় রচনা করেন।

ইযহারুল হক্ব' الإظها الحق এ অনবদ্য গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন শাইখ মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহ ইবন খালীল আল-কীরানুওয়ী আল-উসমানী (মৃ,১৩০৮ হি.)। তিনি হিন্দুস্থানের একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একাধারে তিনি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গণিতশাস্ত্রবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। উপরোক্ত গ্রন্থে তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীলে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য আছে এবং ভুল-ত্রুটি দেখা যায় সেগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গ্রন্থ ছাড়াও খ্রিষ্টানদের আকীদাহ- বিশ্বাসকে খণ্ডন করে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন :

১ ইযালাতুল আওহাম (বিভ্রান্তি অপনোদন)। খ্রিষ্টান পাদ্রিদের বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার খন্ডন করতে শাইখ রাহমাতুল্লাহ্ ফারসী ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন। ১২৬৯ হিজরি সালে (১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) দিল্লীতে পুস্তকটি মুদ্রিত হয়। শাইখ নুর মুহাম্মাদ উর্দু ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। তিনি উর্দু অনুবাদটির নামকরণ করেন 'দাফিউল আসকাম' (অসুস্থতার প্রতিকার)।

২। ইযালাতুশ শুকুক (সন্দেহ অপনোদন)। খ্রিষ্টান পাদ্রিদের বিভিন্ন সন্দেহের অপনোদনে ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উর্দু রাখায় গ্রন্থটি রচনা করেন

৩। আল-ই'জাযুল 'ইসাবী (ঈসার অলৌকিক কর্ম)। আগ্রায় ১৮৫৩ সালে উর্দু ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন এবং ১৮৫৪ গালে প্রকাশিত হয়।

৪। আহসানুল আহাদীস ফী ইবতালিত তাসলীস (ক্রিতবাদ: সর্বোওম বক্তব্য)। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জ্ঞান, যুক্তি, বৃদ্ধি ও বাইবেলের বিভিন্ন উক্তির আলোকে ত্রিত্ববাদের অসারতা ও ভিত্তিহীনতার প্রমাণস্বরূপ পুস্তকটি রচনা করেন।

৫। আল-বরুকুল লামি'আ (উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোকচ্ছটা)। এটি আরবি ভাষায় রচিত তার একটি অপ্রকাশিত রচনা।

৬। 'মুআদ্দিলু ই ‘ওয়িজাজীল মীযান (মাপযন্ত্রের বক্র তা সংশোধনকারী)। তিনি পাদ্রি ফান্ডার এর রচিত মীযানুল হক্ক এর বক্তব্য খন্ডনে রচনা করেছিলেন, পরবর্তীতে যা হারিয়ে যায়।

৭। তাকলীবুল মাতা’ইন (অভিযোগের প্রতুত্তর)। এটি মি. স্মিথ রচিত তাহকীকু দীনিল হক পুস্তকের অভিযোগ খন্ডনে রচিত এক মহামুল্যবারলন গ্রন্থ। অমুদ্রিত অবস্থায় গ্রন্থটি হারিয়ে যায়।

৮। মি'ইয়ারুথ তাহকীক (সত্যানুসন্ধানের মানদন্ড)। এটি পাদ্রি সাফদার আলী রচিত তাহজীকুল ঈমান গ্রন্থের প্রতিবাদে রচিত। গ্রন্থটি হারিয়ে যায়

⊖ 'আল-মুনাযারাতুল কুবরা বাইনাশ শাইখ রহমাতুল্লাহ ওয়াদ দাকতুর আলকিসিস পান্দর المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله والدكتور القسيس فاندر এ বইটি সম্পাদনা করেন, ড. আব্দুল কাদের খলীল মালকাওয়ী। খ্রিষ্টানদের পাদ্রিদের সাথে তার বহু বিতর্কানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। এটি সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল। সর্বদা তিনি

তাদেরকে পরাস্ত করতেন। রিয়াদস্থ দারু ইবনে তাইমিয়্যাহ হতে ১৪০৫ হি. তে প্রকাশিত হয়।

⊖ 'আল-ইঞ্জীল' ওয়াস সালীব الإنجيل والصليب। 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিল কিতাবিল মুকাদ্দাস' محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس গ্রন্থদ্বয়ের লেখক হলেন, আল-উস্তাদ আব্দুল আহাদ দাউদ (মৃ.১৩২৪ হি এর পর)। তিনি খ্রিষ্টানদের পাদ্রি ও পন্ডিত ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে তিনি এ গ্রন্থদয় রচনা করেন। প্রথম গ্রন্থটি ১৩৫১ হি.তে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়াটি কাতার ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ 'আল-ফারেক বাইনাল মাখলুকে ওয়াল খালেক' الفارق بين المخلوق والخالق আব্দুর রহমান ইবন সলীম ইবন আব্দুর রহমান (মৃ,১৩৩০ হি) এ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বাজাহ জী যাদাহ নামে অধিক খ্যাত। তিনি উসমানীয় তুর্কী আলেম ছিলেন এবং হানাফী মাযহাবের একজন বড় পন্ডিত ছিলেন।

⊖ আল-আকায়েদুল ওয়াসানিয়্যাহ ফিদ দিয়ানাতুন নাসরানিয়্যাহ العقائِد الوثنية في الديانة النصرانية
এ অনবদ্য গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন, মুহাম্মাদ তাহের আত-তানীর (মৃ.১৩৫২ হি) আর মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আশ-শাইবানী এটি সম্পাদনা করেন। কুয়েতস্থ মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ হতে ১৪০৮ হি.তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

⊖ 'আদিল্লাতুল ইয়াকীন ফির রাদ্দি আলা কিতাবে মীযানিল হক্ক ওয়া গাইরিহী মিন মাতা'য়িনিল মুবাশশিরীন أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن المبشرين
এ অনবদ্য রচনাটির রচয়িতা হলেন, আব্দুররাহমান আল জাযিরী (মৃ.১৩৬১ হি.)। তিনি মিশর সরকারের আওকাফ মন্ত্রণালয়ের ইন্সপেক্টর হিলেন।

⊖ 'মুহাদারাতুন ফিন্নাসরানিয়্যাহ محاضرات في النصرانية

এটি খ্রিষ্টধর্মের উপর লিখিত একটি প্রশ্ন, যা মিশরের বিখ্যাত আলেম শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আবু যাহরা (মৃ.১৩৯৪হি.) রচনা করেছেন। বইটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল। সৌদি আরবস্থ দারুল ইফতা থেকে ১৪০৪ হি.তে বণ্টনকৃত।

⊖ 'আস-সুলবু ওয়ান ফিদা'' الصلب والفداء

ড. মুহাম্মাদ তাওফীক সিদবী এ গ্রন্থটির লেখক। এখানে তিনি ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের মাঝে শূলে বিদ্ধ করার যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে তা খণ্ডন করেন।

⊖ 'মুকারানাতুল আদইয়ান। আল-মাসিহিয়্যাহ' المسيحية مقارنة الأديان

ড. আহমাদ শালাবী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি কায়রোস্থ আন-নাহদাতুল মিসরিয়্যাহ লাইব্রেরী থেকে ১৯৮২ সালে ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত।

⊖ 'ইসরাঈলু হাররাফাতি আনার্জীলা ওয়াল আসফারাল মুকাদ্দাসাহ'

⊖ 'আকানীমুন নাসারা' أقاليم النصارى

এটি ড. আহমদ হাজাযী আস-সাক্কা রচিত গ্রন্থ। কারারস্থ দারুল আনসার প্রকাশনা হতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ আল্লাহু ওয়াহিদুন আম ছালুছ

الله واحد أم ثالوث' ও আলমাসীহু ইনসানুন আম ইলাহ المسيح إنسان أم إله

গ্রন্থদয় মুহাম্মাদ মাজদী মারজান কর্তৃক সংকলিত। প্রথমটি মিশরস্থ দারুন নাহদা আল-আরাবিয়্যাহ হতে আর দ্বিতীয়টি রিয়াদস্থ মাকতাবাতুল হারামাইন থেকে প্রকাশিত হয়।

⊖ বানু ইসরাঈল ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ

بنو إسرائيل في الكتاب والسنة

ড. মুহাম্মাদ সাইয়্যেদ তানতাওয়ী এ মুল্যবান গ্রন্থটির রচয়িতা। কায়োরস্থ আয-যাহরাউ লিলই 'লামিল আরবী হতে ১৪০৮ হি.তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

⊖ইঞ্জীলে বারণাবা إنجيل برنابا
এ মৌলিক গ্রন্থটি সাইফুল্লাহ্ আহমাদ ফাদিল কর্তৃক সম্পাদিত। কুয়েতস্থ দারুল কলম হতে ১৪০৩ হি. এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

⊖ 'ইখতিলাফাতু ফী তারাজিমে কিতাবিল মুকাদ্দাস তাতাওয়্যুরাত হাম্মা ফিল মাসিহিয়্যাহ اختلافات في تراجم كتاب المقدس وتطورات هامة في ا لمسيحية এটি আহমাদ আব্দুল ওয়াহহাব কর্তৃক প্রণীত। যা মিশরস্থ কায়রোর মাকতাবাতু ওয়াহবাহ থেকে ১৪০৭ হি, তে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ দিরাসাতুন তাহলীলীয়্যাতুন লি ইঞ্জীলে মারকস তারীখীয়্যান ওয়া মাওদুওয়ীয়্যান
دراسة تحليلية لإنجيل مرقص تاريخياً وموضوعيا
এ অনবদ্য রচনাটি ড. আবুস সা’আদ মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম মুস্তাফা সম্পন্ন করেন। এটি মার্ক লিখিত সুসমাচারের একটি পর্যালোচনা। কায়রস্থ জাবালাওয়ী প্রেস থেকে ১৪০৪ হিজরিতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

⊖ মুহাম্মাদুন ফিল কিতাবিল মুকাদ্দাস
محمد في الكتاب المقدس
এটি নও মুসলিম আব্দুল আহাদ দাউদ রচনা করেন। কাতারস্থ দারুদ দিয়া প্রকাশনা হতে তা ১৪০৫ হিজরিতে প্রকাশিত হয়।

⊖ 'আন-নুবুয়াতু ওয়াল আনবিয়া ফিল ইহুদিয়্যাতি ওয়াল মাসিমিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম النبوة الأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام এটির রচয়িতা হলেন আহমাদ 'আব্দুল ওয়াহাব। কায়েরস্থ মাকতাবাতু ওয়াহবা হতে এটি ১৪০০ হি.তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

⊖ 'আন-নাসরানিয়াতু ওয়াল ইসলাম النصرانية والإسلام এ গ্রন্থটি মুহাম্মাদ ইযযাত ইসমাঈল আত-তাহতাওয়ী কর্তৃক রচিত কায়েরস্থ দারুল আনসার প্রকাশনা হতে এবং মিশরস্থ মাতবা’আতুত তাকাদ্দুম ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

ইয়া আংলাস কিয়াবি অ'আমরাও ইলা কালিমাডিন সাওয়া' (১৯ يا آ الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء অনেবেন। বায়রোছ দারুল ই'তিদান থেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ ইয়া আহলাল কিতাবী তা'আলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়া' يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء এ গ্রন্থটি ড.রউফ শালাবী সংকলন করেছেন। কায়রস্থ দারুল ই'তিদসাম থেকে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ 'আল-ফিকরুল ইসলামী ফির রাদ্দি আলান নাসারা الفكر الإسلامي في الرد على المصاري

এটি আব্দুল মজিদ আশ শুরাফী কর্তৃক রচিত এবং তিউনিসস্থ দারুত তিউনিসিয়া হতে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত।

⊖ 'মুহাম্মাদ নাবিয়্যুল ইসলাম ফিত তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জীলে ওয়াল কুরআন محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن মুকারনিতিল আদইয়ান বাইনান নাসরানিয়্যাহ ওয়াল ইসলাম' مقارنة الأديان بين النصرانية والإسلام
গ্রন্থদয় মুহাম্মাদ ইজ্জত রিফায়া আত-তাহতাওয়ী রচিত গ্রন্থ যা কায়রস্থ মাকতাবাতুন নূর হতে ১৯৭২ সালে প্রথম সংস্করণ বের হয়।

⊖ ইউহুন্না আল-মা'মাদান বাইনান নাসরানিয়্যাহ ওয়াল ইসলাম يوحنا المعمدان بين النصرانية والإسلام
ড. আহমাদ আস-সাক্কা এ গ্রন্থটি রচনা করেন। দারুত-তুরাছিল আরাবী হতে ১৩৯৯ হি. তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

⊖ মুহাম্মাদুন সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিত্তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জীলে ওয়াল কুরআন محمد صلى الله عليه وسلم في التورة والإنجيل والقران ও 'আল-গোফরানু বাইনাল ইসলামে ওয়ান মাসীহিয়্যাহ
العفران بين الإسلام والمسيحية আররুহুল কুদুস বাইনান নাসরানিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম الروح القدس بين النصرانية والإسلام
এ গ্রন্থসমূহ নও-মুসলিম ইবরাহীম খলীল আহমদ কর্তৃক সংকলিত। তন্মধ্যে প্রথম দুটি কায়রোস্থ দারুল মানার হতে ১৪০৯ হিজরিতে প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ আল-কুরআনুল কারীমু ওয়াত্তাওরাতু ওয়াল ইঞ্জীলু ওয়াল ইলমু'- দিরাসাতুল কুতুবিল মুকাদ্দাসাতি ফী দাওয়িল মা'আরিফিল হাদীসাহ' القرآن الكريم والتوراة والانجيل والعلم - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة 'মা আছলুল ইনসান' ما أصل الإنسان

এ দুটি গ্রন্থের লেখক ড. মুরিস বুকাইলি। প্রথমটি মিশরস্থ দারুল মা'আরিফ থেকে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটি বাংলায় 'বাইবেল, কুরাআন ও বিজ্ঞান' নামে আখতার-উল-আলম কর্তৃক অনূদিত হয়েছে এবং জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা থেকে ১৯৮৬ সালে প্রথম সংস্করণ বের হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি রিয়াদস্থ মাকতাবুত তারবিয়াতুল আরাবিয়্যাহ লি দুয়ালিল খালীজ থেকে ১৪০৬ হি.তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

⊖ সিররু ইসলামী سر إسلامي

মুহাম্মাদ ফুয়াদ আল-হাশেমী কর্তৃক লিখিত। এতে তার ইসলাম গ্রহণের কারণ ও এ ব্যাপারে মতামত সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। কায়রোস্থ দারুল হুরুরিয়াহ হতে প্রকাশিত হয়।

⊖ দিরাসাতুন ফিল ইবাদাতিল মাসীহিয়্যাহ

دراسات في العبادات المسيحية ড. মাহমূদ আলী হিমায়াহ কর্তৃক প্রণীত।

⊖ দিরাসাতুন ফিল কিতাবিল মুকাদ্দাস

دراسات في الكتاب المقدس ড. মাহমুদ আলী হিমায়াহ কর্তৃক প্রণীত।

⊖ মুনাযারাতু বাইনাল ইসলামে ওয়ান নাসরানিয়্যাহ المناظرة بين الإسلام والنصرانية

এটি নও মুসলিম ইবরাহীম খলিল ফিলিপস ও অন্যান্য মুসলিম আলেমদের সাথে সুদানের রাজধানী খার্তুমে অনুষ্ঠিত খ্রিষ্টান পাদ্রিদের একটি উন্মুক্ত বিতর্ক্যানুষ্ঠান যা ১৪০১ হি.তে অনুষ্ঠিত হয়। এ বিতর্ক্যানুষ্ঠানের পাদ্রিগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এটি সাউদি ধর্ম মন্ত্রনালয়ের অধীন দারুল ইফতা থেকে ১৪০৭ হি.তে প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ 'মা হিয়ান নাসরানিয়্যাহ' ما هي النصرانية

মুহাম্মাদ তাকী আল-উসমানী গ্রন্থটি চেনা করেন। ১৪০৩ সালে করাচিস্থ মাকতাবাতু দারুল উলুম হতে প্রকাশিত।

⊖ 'মাওকাফুল ইসলাম ওয়াল কানীছাতু মিনাল ইলম' موقف الإسلام والكنيسة من العلم
এটি আদুল্লাহ সুলাইমান আল-মাসুখী কর্তৃক উপস্থাপিত এম ফিল অভিসন্দর্ভ।

⊖ 'আল-কিতাবুল মুকাদ্দাস ইয়াতাকাল্লামু الكتاب المقدس يتكلم 'আব্দুর রহমান দামেশকিয়াহ কর্তৃক রচিত।

⊖ আদওয়ায়ুন আলাল মাসিহিয়্যাহ
الأضواء على المسيحية
এটি মুহাম্মাদ মুলওয়াল্লী শালারীর অন্যতম রচনা। আদ-দারুল কুয়াইতিয়্যাহ্ হতে ১৩৮৭ হি.তে প্রকাশিত।

⊖ আন-নাসরানিয়্যাহ মিনাত তাওহীদে ইলাত তাছলীছ النصرانية من التوحيد إلى التثليث
ড. মুহাম্মাদ আহমাদ আল-হাজ্জ কর্তৃক রচিত গ্রন্থ ।

⊖ আল-মাসীহ ফিল কুরআনে ওয়াত তাওরাতে ওয়াল ইঞ্জীল المسرح في القران والتورة والإنجيل. আব্দুল করীম আল-খতীব রচিত এ গ্রন্থটি দারুল কুতুবুল হাদীসাহ থেকে ১৩৮৫ হি.তে প্রকাশিত হয়।

• আল-মাসীহ ফী মাসাদেরিল আকায়িদিল মাসীহিয়্যাহ المسيح في المصادر ال العقائِد المسيحية কায়রোস্থ মাকতাবাতু ওয়াহবাহ হতে সর্বপ্রথম ১৩৯৮ হি.তে প্রকাশিত হয়।

⊖ 'আল-মাদখালু লি দিরাসাতিত তাওরাতি ওয়াল আহদিল কাদীম' المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ড. মুহম্মদ আল-বার কর্তৃক রচিত যা দামেশকের ১৪১০ হি.তে প্রকাশিত হয়।

- হাযা হুয়াল হাক্ক, রাদ্দুন আলা মুফতারাইয়াতি কাহিনে কানীসাহ هذا هو الحق، رد على مفتريات كاهن كنيسة এটি ড. মুহাম্মাদ গাল্লাব কর্তৃক রচিত গ্রন্থ বা কায়রোস্থ মাকতাবাতুল মিসরিয়্যাহ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

- মাওকেফু ইবনে তাইমিয়্যাহ মিনান নাসরানিয়্যাহ' موقف ابن تيمية من العصرانية ড. মারইয়াম আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ যামেল, কর্তৃক লিখিত। সৌদি আরবস্থ উন্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত।

- 'আল-মাসীহিয়্যাহ, দিরাসাতুন ওয়া তাহলীল'المسيحية دراسة وتحليل النصرانية ড. সাজেদ মীর কর্তৃক রচিত। এটি রিয়াদস্থ
দারুস সালাম প্রকাশনা থেকে ২০০২ সাল মোতাবেক ১৪২৩ হি. প্রথম প্রকাশিত হয়।

- আয-যাতুল ইলাহিয়্যাহ বাইনান ইসলামি ওয়ান নাসরানিয়্যাহ, الذات الإلهية بين الإسلام والنصرانية ড. আব্দুস সাকুর ইবনে মুহাম্মাদ আমান আল-আরুসী কর্তৃক রচিত। মক্কা মুকাররামার তাইবাতুল খাদরাহ প্রকাশনী থেকে ২০০৭ মোতাবেক ১৪২৮ হি.তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

- খ্রিষ্টীয় ধর্মের অসারতা: মুন্সী মেহেরুল্লাহ। প্রকাশক: নেপালচন্দ্র দাস, যশোহর। প্রথম সংস্করণ। ১৩ই মার্চ, ১৮৮৭ খ্রী

- রদ্দে কৃষ্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩১৬ সাল, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯০৯, খ্রী

- মুসলমান ও খৃষ্টান তর্কযুদ্ধ: মুনশী মেহেরুল্লাঃ বরিশাল জেলার প্রকাশক: মনসুর আহমদ, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। ২য় সংস্করণ: ৯ই ডিসেম্বর, ১৯০৮ খ্রিঃ। পিরোজপুরে ১২৬৮ সালের ২১, ২২ ও ২৩ সে আশ্বিন খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে এক তর্কসভা হয়। সে সভায় মুসলমান পক্ষে একমাত্র মুনশী মেহেরউল্লাহ খ্রিষ্টানদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে সভাস্থ সকলকে মোহিত করেন। সভাটিতে যে আলোচনা হয়, তাই এ গ্রন্থে সংকলিত।

⊖ জওয়াবোন্নাছারা। মুনশী মেহেরউল্লাহ। প্রকাশক, শেখ জমিরুদ্দীন। ২য় সংস্করণ। ১৩১৫ সাল,১০ই মার্চ, ১৯০৯ খ্রী

⊖ আহমাদ দীদাত, তিনি খ্রিষ্টধর্মের উপর অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার অধিকাংশই প্রকাশিত ও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

1. What is His Name
2. 50,000 Errors in the Bible ?
3. Christ in lalam.
4. What was the Sign of Jonah?
5. Is the Bible God's Word?
6. What the Bible says About Muhammad (pbuh).
7.Muhammad The Natural Successor to Christ.
8. The God that Never Was
9. Crucifixion or Crucification?
10. Resurrection or Resuscitation?
11. Muhammad The Greatest?
12. Was Christ Crucified?

⊖ ড. জাকির নায়েক এর বিভিন্ন বক্তৃতা থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন বই। যেমন: কুরআন ও বাইবেল, বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন। ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের সাদৃশ্য। পিস পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

⊖ ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস। তিনি এ ব্যাপারে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং রচনা করে চলেছেন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ

প্রায় প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ আছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অপর নাম শাস্ত্র। হিন্দু শাস্ত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। প্রত্যেক ধর্মে একাধিক ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র থাকলেও তার মধ্যে একখানা সিদ্ধশাস্ত্র থাকে। হিন্দুধর্মের সিদ্ধশাস্ত্র হল বেদ। বৈদিক যুগের হিন্দু ঋষিগণ বেদকে ভিত্তি করে যুগপোযোগী কতকগুলি শাস্ত্র রচনা করেন। যেমন, স্মৃতিসংহিতা, ইতিহাস, পুরণ, আগাম এবং ষড় দর্শন। এগুলি উল্লেখযোগ্য হিন্দুধর্ম গ্রন্থ।

১। বেদ বা শ্রুতি :

এটি হিন্দুদের সিদ্ধশাস্ত্র। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বেদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃত 'বিদ' থেকে বেদ পথটি নিষ্পন্ন। বিদ্+ঘঙ=বেদ। বিদ মানে জানা। তাই বেদ শব্দের ধাতুগত অর্থ জ্ঞান বা বিদ্যা। বেদের অপর নাম শ্রুতি। বেদকে শ্রুতি বলার কারণ বেদ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হয়ে গুরশিষ্য পরস্পর শ্রুত হয়ে মানব সমাজে প্রচলিত হয়। বেদ সংখ্যায় চারটি-ঋকবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। প্রত্যেক বেদের দুটি অংশ-সংহিতা এবং ব্রাক্ষণ। সংহিতায় আছে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণে রয়েছে তার অর্থ এবং ব্যবহার। সংহিতার' অর্থ যে অংশে মন্ত্রগুলি সংহিত যা একত্রিত হয়েছে। প্রাচীনকালে হিন্দুরা মুর্তির মধ্য দিয়ে দেব-দেবতার পূজা করত না, তারা মন্ত্রপাঠ করত এবং হোম (অগ্নিতে ঘৃত ইত্যাদি প্রদান করার মাধ্যমে উৎসর্গ কর্ম) সম্পাদন করত।

বেদকে ভিত্তি করে কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেগুলো বেদ বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক। তা হচ্ছে

বেদাঙ্গ :

বেদের মর্ম ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য বেদের রয়েছে বেদাঙ্গ। এগুলো হলো, শিক্ষা, কল্প, ব্যকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এ গ্রন্থগুলি সুত্রাকারে রচিত।

উপবেদসমূহ:

মূল চারটি বেদ ছাড়া চারটি উপবেদ আছে। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও স্থাপত্যবেদ।

আয়ুর্বেদ হল ভেষজশাস্ত্র, ধনুর্বেদ হল অস্ত্রবিদ্যা, আর স্থাপত্যবেদ হাল কৃষি বিদ্যা। মূল বেদের সহকারী গ্রন্থ বলে এদের উপবেদ নামে অভিহিত করা হয়।

২। উপনিষদ :

উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাখাত হয়েছে। উপ ও নি পূর্বক 'সদ' ধাতুর উত্তর ক্বিপ প্রত্যয় যোগে উপনিষদ। সদ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি বা বিনাশ। 'উপ' এই উৎসর্গটির দ্বারা সমীপবর্তিতা বোঝায়। 'যা মানুষকে ব্রহ্মের সমীপবর্তী করে তাকে উপনিষদ বলা হয়। এটি উপনিষদ শব্দের গৌণার্থ। যে গ্রন্থ পাঠে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় তাকে ও উপনিষদ বলা হয় এটি উপনিষদ শব্দের মূখ্যার্থ। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত । বেদের শেষে যুক্ত বিধায় বা বেদের পরে রচিত বিদায় তার নাম বেদান্ত।

বর্তমানে ১২২ খানি উপনিষদের নাম জানা গেছে। এগুলির মধ্যে বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতরো, ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ঈশ, কন, কঠ, প্রশ্ন, মন্ডুক, মাণ্ডুক্য, মৈত্রয় ও কৌর্ষিতকি-এই ১৩টি উপনিষদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩। স্মৃতি :

হিন্দুধর্মের গ্রস্থ হিসেবে স্মৃতি সংহিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। স্মৃতি পাঠে হিন্দু জানতে পারে মানুষের ধর্ম কর্ম কি। যা যা স্মৃত হয়েছে তাই স্মৃতি। স্মৃতি পদের অর্থ স্মরণ। স্মৃতিসংহিতার সংখ্যা কুড়ি। এগুলোর মধ্যে মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্কস্মৃতি ও পরাশর স্মৃতি এ তিনখানাই প্রধান ও প্রসিন্ধ।

৪। ইতিহাস :

রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই মহাকাব্য হিন্দুধর্ম গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভরে উল্লেখযোগ্য। এই দুই মহাকাব্য ইতিহাস বলে গণনীয়।

৫। পুরাণ :

পুরাণ হিন্দুধর্মের অন্যতম ধর্মাগ্রন্থ। যা পুরাতন তাই পুরাণ। বেদের পুরাতন দার্শনিকতত্ত্ব ও সাধণতন্ত্র নানাবিধ উপাখ্যানের মাধ্যমে পুরাণ প্রচার করেছে, এই কারণেও তার নাম পুরাণ। পুরাণকে দুই শ্রেনিতে ভাগ করা যেতে পারে-মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। পুরানের সংখ্যা ১৮টি। যথা; ব্রহ্ম, পদ্ম , বিষ্ণু, শিব বা বায়ু, ভাগবত, নারদ, অগ্নি, ভবিষ্য বা ভবিষ্যৎ, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস, গরুড়, ব্রক্ষান্ড পুরাণ।

৬। গীতা :

গীতা একটি সর্বহিন্দুর জন্য গ্রন্থ। এটি শ্রীকৃষ্ণ এর মুখনিসৃত বাণী, যা তিনি অর্জুনকে মহাভারতের যুদ্ধের সময় শুনিয়েছিলেন। এটি মূলত মহাভারতের অংশ এটি এটি ভাগবতে রয়েছে।

৭। চন্ডি :

গীতার মত চন্ডীও হিন্দুদের নিয়া -পাঠা বিষয়। চন্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অর্ন্তভু ক্ত হলেও প্রকৃত পক্ষে একটি স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরুপে স্বীকৃত।

৮। আগম শাস্ত্র বা তন্ত্র :

যে শাস্ত্র বেদের তত্ত্বগুলো সহজবোধ্য ও বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে তাই আগম শাস্ত্র। এর সংখ্যা অনেক। এগুলো কিছুটা পুরাণের মত তাই দেব দেবীর পুজা অর্চনার পদ্ধতি এগুলোতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। হিন্দু ধর্মের তিনটি সম্প্রদায়; শৈব, বৈষ্ণব

ও শাক্ত-র নিজ নিজ আগম শাস্ত্র রয়েছে। এগুলো হলো, শৈবাগম বৈষ্ণবাগম এবং শাক্তগম

৯। ষড়দর্শন :

হিন্দু ধর্মের চরম লক্ষ্য হলো, সে উদ্দেশ্যে ব্রক্ষ জীব-জগত ইত্যাদি তত্ত্বের ব্যাখা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে হিন্দু দর্শনে। সে কারণে হিন্দু দর্শনও হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ। এ ষড়দর্শন হলো, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পুর্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন।

১০। যোগবাশিষ্ট রামায়ণ :

মহর্ষি বাশিষ্ট এ গ্রন্থের রচয়িতা। এ গ্রন্থের মুল উপপাদ্য হচ্ছে যোগ পদ্ধতি। যার মাধ্যমে মোক্ষ লাভের প্রচেষ্টা ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রসার :

প্রায় ৮০০ মিলিয়ন লোক সারা পৃথিবীতে হিন্দু ধর্মালম্বী। বেশিরভাগ হিন্দুরা ভারত এবং , পাকিস্তানে বাস করে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, ভুটান, থাইল্যান্ড, ত্রিনিদাদ, দক্ষিন আফ্রিকা, গাম্বিয়া, শ্রীলংকা, সিংগাপুর, ফিজি, মালয়েশিয়া, নেপাল, নিউজিল্যান্ড, মরিশাস, গোয়ানা এ সমস্ত দেশেও বিভিন্ন মাত্রায় তাদের বসতি লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত। হিন্দুধর্ম অধ্যয়নে মুসলিমদের অবদান

⊖ মাযাহিবুল হিন্দ مذاهب الهند

ইয়াহইয়া ইবনু খালিদ আল-বারমার্কী (মৃ. ১৯০ হি) খলীফা হারুনুর রশীদের উজির ছিলেন। তিনি হিজরি দ্বিতীয় শতকে তার জন্য কিছু ভেষজ- জাতীয় ঔষধ এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত লিখে আনার জন্য একজন লোক পাঠিয়েছিলেন।

⊖তাসহীনুন নবুওয়াহ ওয়ার রাদ্দু 'আলাল বারাহিমা" تصحين النبوة والرد على البراهمة

গ্রন্থটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফেয়ী (মৃ ২০৪ হিঃ) রচনা করেছেন।

⊖ আর-রাদ্দু 'আলা আসহাবিত তানাসুখ- الرد على أصحاب التناسخ

আল-হাসান ইবন মুসা আন-নাওবাখতী (মৃ. ৩১০) রচিত এ গ্রন্থটি পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে খন্ডন করে রচিত হয়েছে। তিনি পারস্যে জন্মগ্রহণ করলেও বাগদাদেই বড় হন।

• তাহকীক মা লিল হিন্দ মিন মাকুলাতিন মাকবূলাতিন ফিল আকলি আও মারযূলাহ تحقيق ما للهند من مقولة مقبلة في العقل أو، مرذولة

এ গ্রন্থটির লেখক আবুর-রাইহান, মুহম্মদ ইবন আহমাদ আল বাইরুনী মৃ ৪৪০ হিঃ। তিনি একই সময়ে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক, ডাক্তার ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ সাত বছর যাবত অবস্থান করেন এবং সংস্কৃত ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেছেন। এ গ্রন্থে লেখক হিন্দুদের আকীদাহ বিশ্বাস, অভ্যাস, আচার-আচরণ ও জ্ঞান বিজ্ঞান এবং পান্ডিত্যপূর্ণ বাণীসমূহ তুলে ধরেছেন। বইটির বাংলা অনুবাদও বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। আরবি বইটি বৈরুতের আলমুল কুতুব প্রকাশনা থেকে ১৩৭৭ সালে মুদ্রিত।

⊖ আলামুন নাবুওয়াহ الأعلام النبوة،

এটি আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাওয়ারদী (মৃ.৪৫০ হি কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থ । এখানে তিনি নবুওয়াত অস্বীকারকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ হিন্দুদের যারতীয় সন্দেহের

অপনোদন করেছেন। যা বৈরুতের দারুল কিতাব আল আরাবী প্রকাশনা হতে সর্বপ্রথম ১৪০৭ হি তে প্রকাশিত হয়।

- 'মাজমাউন বাহরাই البحرين مجمع

এটি ভারতের সম্রাট শাহজাহানে র জ্যেষ্ঠ পুত্র 'দারা শিকোহ' (১০২৪ - ১০৬৯ হি.) কর্তৃক হিন্দু ধর্মের প্রসিদ্ধ উপনিষদসমূহের ফার্সী অনুবাদ। এ গ্রন্থসমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু পুরোহিতদের সহযোগিতা নিয়েছিলেন। তিনি এগুলোর অনুবাদের মাধ্যমে তার প্রপ্রপিতামহ আকবরের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

- আদদিয়ানাত আল-কাদীমাহ الديانات القديسة

এটি হিন্দু ধর্মের উপর লিখিত একটি গ্রন্থ, যা মিশরের প্রখ্যাত আলেম শাইখ মুহাম্মাদ ইবন্ আহমেদ আবু যাহরাহ (মৃ১৩৯৪ হি) রচনা করেছেন। বইটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য বহুল।

- মনু স্মৃতি منو سمرتي

ড. ইহসান হাক্কী। ১৪০৯ হি. সর্বপ্রথম মুআচ্ছাছাতুর রিসালাহ বৈরুত থেকে প্রকাশিত। বইটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মনু সংহিতার সরাসরি আরবি অনুবাদ। অনুবাদটি যথার্থ হয়েছে।

- আদইয়ানুল হিন্দ আল-কুবরা أديان الهند الكبري

গ্রন্থটির লেখক হলেন ড. আহমাদ শালাবী। তুলনামূলক ধর্মতত্তে তার অনেক রচনার মধ্যে এটি অন্যতম। গ্রন্থটিতে তিনি হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

- আল-আদইয়ান আলকাদীমাহ ফিশ শারক الأديان القديمة في الشرق

ড. রউফ মুতাওযাল্লী ইউসুফ শালাবী এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি জীবনের দীর্ঘ সময় দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় (ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর) অতিবাহিত করার কারণে হিন্দুদের বিশ্বাস ও কৃষ্টির সাথে পরিচিত হন।

- ফুসূলুন ফী আদইয়ানিল হিন্দ: فصول في أديان الهند

গ্রন্থের লেখক ড. মুহাম্মাদ জিয়াউর রহমান আল- আযমী। তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়াকালীন সময়ে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় হিন্দু ধর্মের উপর বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেন। পড়ে সেগুলো একত্রিত করে বই আকারে বের করেন। তারপর তিনি এ বইটিকে তার অপর গ্রন্থ 'দিরাসাত ফিল ইহুদিয়্যাহ ওয়াল মাসীহিয়্যাহ' গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত করে বইটিকে দিরাসাত ফিল ইহুদিয়্যাহ ওয়াল মাসীহিয়্যাহ ওয়া আদইয়ানিল হিন্দ' নামে প্রকাশ করেন।

⊖ আল-হিন্দুসিয়্যাহ' আরদুন ওয়া নাকদুন الهندوسية عرض ونقد

এটি সৌদি আরবস্থিত ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ আল-ইসলামিয়্যাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল আজীজ আল-'আলী এর এম ফিলের অভিসন্দর্ভ। লেখক আরবি ভাষায় হিন্দু ধর্মের উপর যে সমস্ত তথ্য পেয়েছেন তা জমা করার চেষ্টা করেছেন।

⊖ 'মুকারানাতুল আদইয়ান, আল-বেদ্যীয়া, আল-বরাহমানিয়্যাহ আল-হিন্দুসিয়্যাহ مقارنة الأديان البديية البراهمانية الهندوسي

এ গ্রন্থের লেখক হলেন, ড. মুহাম্মাম-উসমান আল-খিশত। তিনি বেশিরভাগ ইউরোপীয়ান লেখকদের গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করছেন এবং আরবি ভাষায় এ যাবতকাল হিন্দু ধর্মের উপর যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলো থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে তিনি সরাসরি হিন্দু ধর্মের কোনো গ্রন্থের সাহায্য নিতে পারেন নি।

⊖ আত-তাফরীকুদ্দীনী ফিল আলম কাবলাল ইসলাম التفكير الديني في العالم قبل الإسلام

এটি এ বিষয়ের একটি মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদ। লেখকের নাম ড. উরাংগ কাই রহমত। তিনি ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী। মূল মালয়ী ভাষায় লিখিত তার এ গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন ড. রউফ শালাবী।

⊖ 'আল-হিন্দুসিয়্যাহ ও তাআছছুরু বা'দিল ফিরাকিল ইসলামিয়্যাতি বিহ الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها হিন্দু ধর্ম ও তার দ্বারা প্রভাবিত ইসলামী উপদলসমূহ।

গ্রন্থটি মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া মজুমদার কর্তৃক পেশকৃত পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ। যাতে হিন্দু ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে সরাসরি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ বিষৎয়প সম্পন্ন পূর্বেকার সমস্ত কর্ম থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে সমস্ত গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

- ‘তাছবীতু দালায়েলুন্নবুওয়াহ' تثبيت دلائل نبوة এ গ্রন্থটির রচয়িতা কাযী আবদুল জাব্বার ইবনু আহমাদ আল হামাযানী (মৃ. ৪১৫ হি)। ড. আব্দুল করিম উসমান এটি সম্পাদনা করেছেন। দারুল আরাবিয়া বৈরুত থেকে ছাপা হয়েছে।

- 'আল-বাদয়ু ওয়াত তারীখ' البدء والتاريخ মুতাহমহির ইবন তাহের আলমাকদেসী।

- 'তানাসুখুল আরওয়াহ' تناسخ الأرواح " মুস্তফা কাইক।

- আততাকাম্মুস التقمص আমীন তালয়া।

- 'তানাসুখুল আরওয়াহ, উসুলুহ্ ওয়া আসারুহু ওয়া হুকমুল ইসলামি ফিহে تناسخ الأرواح، أصوله وأثاره وحكم الإسلام فيه
মুহাম্মাদ আহমাদ আল-খাতীব, অধ্যাপক, আকীদা বিভাগ, জর্দান ইউনিভার্সিটি।

- আল-ফালসাফাতু ফিল হিন্দ الفلسفة في الهند ড. আলী যাই’উর।

- ফালসাফাতুল হিন্দ আল-কাদীমাহ فلسفة الهند القديمة প্রফেসর মুহাম্মাদ আব্দুল সালাম।

- আল হিন্দুল কাদীমাহ, হাদারাতুহা ওয়া দিয়ানাতুহা

الهند القديمة حضاراتها وديانا‍تها ড. মুহাম্মাদ ইসমাঈল আন-নদভী।

⊖ 'আলিহাতুন ফিল আসওয়াক' ألهة في الأسواق.
ড. রউফ মুতাওয়াল্লী শালাবী। দারুল কলম কুয়েত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

⊖ বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার, প্রকাশক : গ্রন্থকার, ছাতিয়ানতলা, যশোর। **১ম** সংস্করণ। ২২ শে ফেব্রুয়ারী, **১৮৯৮** খ্রিঃ,

⊖ হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা "An Attack on Hindu mythology" প্রকাশক। গ্রন্থগার, ছাতিয়ানতলা, যশোর ২য় সংস্করণ: **১৪ই** মার্চ, **১৮৯৮** খ্রিঃ,

ডা. জাকির নায়েক এর লেকচারসমূহ থেকে সংগৃহীত গ্রন্থসমূহ যেমন, হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম, ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য, বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা। পিস পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার ঢাকা কর্তৃক ২০০৮ সালে প্রকাশিত। অন্য সংস্করণ, সিসটেক পাবলিকেশন্স লিঃ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৮। অন্য সংস্করণ, আহসান পাবলিকেশন্স লিঃ ঢাকা।

বৌদ্ধ ধর্ম

প্রথমত বৌদ্ধ ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয় :

এটি একটি জাগতিক দর্শন, যাতে ধর্মীয় পোশাক পরানো হয়েছে। যা ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পরে হিন্দু ব্রাহ্মণবাদ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। প্রাথমিক যুগে এটি হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এতে মানুষের নিজের প্রতি গুরুত্বারোপের আহ্বান রয়েছে। আর তাতে আছে বৈরাগ্যবাদ, পার্থিব সম্ভোগ পরিত্যাগ, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার প্রতি আহ্বান এবং কল্যাণকর কাজের প্রতি দৃষ্টিদানের গুরুত। ও

তবে তার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরে তার মৌলিক চিত্র পরিবর্তীত হয়ে বাতিল কিছু আকীদাহ্-বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়ে এটি পৌত্তলিক ধর্মে পর্যবসিত হয়। আর অনুসারীরা তার সম্মানের ক্ষেত্রে এমন বাড়াবাড়ি করেছে যে, তাকে ইলাহে রুপান্তরিত করেছে।

এ ধর্মটি সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি একটি চারিত্রিক ও চৈত্তিক মতবাদ যা বেশ কিছু দার্শনিক মতবাদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। তার শিক্ষাগুলো ঐশী কোন শিক্ষা নয় বরং সেটা ধর্মীয় পরিধিতে কিছু মত ও বিশ্বাসের সমষ্টি। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম ও বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মের মাঝে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ, প্রথমটি কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্টমন্ডিত ছিল পক্ষান্তরে বর্তমানে তা বুদ্ধের শিক্ষার সাথে কিছু দার্শনিক মতবাদ ও জীবন জগত সম্পর্কিত কিছু বুদ্ধি নিবেদপ্রসূত ধারনার সমষ্টি।

প্রতিষ্ঠাতা :

সিদ্ধার্থ গৌতম বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ অর্থ হচ্ছে, 'আলোকিত জন'। শিষ্যরা তাকে এ নামেই ডাদতেন। তিনি কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশে মতান্তরে খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এটি (মতান্তরে) উত্তর পূর্ব ভারতের নেপালের তিলৌরা কোটে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। তার পিতার নাম শুদ্ধোধন, মাতার নাম মাল্যাদেবী এবং পিতামহের নাম সিংহহনু। শুদ্বোধনের আসন্ন প্রসবা স্ত্রী

মায়াদেঅী পিতৃগৃহে যাবার পথে কপলিবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী উদ্যানের দুটো শালবৃক্ষের ছায়াতলে বুদ্ধের জন্ম দেন। বুদ্ধের পিতৃদত্ত নাম সিদ্ধার্থ, গৌত্রগত নাম গৌতম এবং কুলগত নাম শাক্যসিংহ। জন্মের সপ্তম দিবসে সিদ্ধার্থ মাতৃহারা হন এবং বিমাতা গৌতমীর নিকট প্রতিপালিত হন। তখনকার প্রথানুযায়ী নবজাত শিশুকে অসিত নামে এক জ্যোতিষীকে দেখানো হয় ভবিষ্যদ্বণীর জন্য। তিনি গণনা করে বলেন রাজপুত্র হবেন সংসারত্যাগী। পুত্র স্নেহাতুর পিতা রাজপুত্রকে সংসারে বাঁধবার বহু চেষ্টা কালেন। শৈশব থেকেই সিদ্ধার্থের সুখ স্বাচ্ছন্দের কোনো অভাব ছিল না। রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েও বাল্যকাল হতেই সিদ্ধার্থ চিন্তাশীল ও বৈরাগা-ভাবাপন্ন ছিলেন। সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সগোত্রীয় এক অনুপম সুন্দরী নারীর সাথে তার বিয়ে দেওয়া হয়। তার পত্নীর নাম ছিল গোপা বা যশোধরা। সিদ্বার্থ কিছুদিন সংসারে আবদ্ধ রইলেন। সংসারের দুঃখ কষ্ট যাতে তার চোখে না পড়ে সেদিকে আর পিতা খুব সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সিদ্ধার্থ সবই দেখলেন এবং সবই বুঝলেন। মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুর্গতি দেখে তিনি বিচলিত হলেন এবং কীভাবে এসব দুঃখ কষ্ট হতে মুক্তি পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। দুঃখময় এ জগতের কথা চিন্তা করে এর উৎস অন্বেষণের জন্য সিদ্ধার্থ অধীর হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে তার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। একে স্বীয় উদীয়মান বিবেকরূপ চন্দ্রকে গ্রাসের নিমিত্ত, ভেবে তিনি পুত্রের নাম রাখলেন রাহুল। উনত্রিশ বৎসর বয়সে (৫৩৪ খ্রিষ্টপূর্ব) এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথির গভীর রাতে চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে তিনি সত্যান্বেষণে বের হয়ে পড়লেন। রাজ্য-সুখ, অনুপম সুন্দরী স্ত্রী, স্নেহময় সন্তান-কোনো কিছুই তাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারল না

ধর্মগ্রন্থসমূহ :

গৌতম বুদ্ধ নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। তিনি মুখে মুখেই তার বাণী ও উপদেশ প্রচার করতেন। এই উপদেশ ও বাণী তার অগণিত শিষ্যের মাধ্যমে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও এক শ্রীলংকা, বার্মা,মালয়,জাভা,সুমাত্রা,কোরিয়া,ভিয়েতনাম,চীন,জাপান প্রভৃত অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের

প্রসায় ঘটে। বুদ্ধের তিরোধানের পর তার অমুল্য উপদেশ বাণীগুলি সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় বুদ্ধদেবের তৎকালীন পন্ডিত শিষ্যগণ বিশেষ করে কাশ্যপ উযালী, আনন্দ এা তিনজন পালি ভাষায় এইসব উপদেশ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এইসব গ্রন্থের নাম দেয়া হয় ত্রিপিটক। ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থগুলি বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি রচনা করেছে।

পালি'তি'পিটক হতে বাংলায় ত্রিপিটক' শব্দের প্রচলন। পিটক' শব্দের আদিতে সংখ্যাবাচক শব্দ 'তি' বদ 'ত্রি' (তিন) সংযোগে 'ত্রিপিটক শব্দের উদ্ভব। যার স্বাভাবিক অর্থ তিন পিটকের সমন্বিত সমাহারকে বোঝানো হয়। সেই তিনটি পিটক হল যথাক্রমে-বিনয় পিটক, সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক। এই তিনটি হল ত্রিপিটকের তিন মূল ধারা। পিটক' শব্দটি পালি। যার বাংলা অর্থ-ঝুড়ি, পেটরা, বাক্স, পেটিকা, পাত্র ইত্যাদি। অর্থাৎ যেখানে কোনো কিছু সংরক্ষণ করা যায়। তথ্যগত বুদ্ধ আত্নবাণী বা নিজ উপদেশনা অর্থে পিটক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণী যে আধারে সংরক্ষিত আছে তাকেই পিটক বলা হয়। বুদ্ধদেবের বাণী, উপদেশাবলি বৌদ্ধ বর্ম এবং সংঘের সমস্ত নিয়ম কানুন, শৃঙ্খলা, তত্ত ও আদর্শের ব্যাখ্যা ত্রিপিটকের তিনটি প্রধান খন্ডে সংকলিত হয়। ত্রিপিটকের তিনটি পিটকের নাম-১, সুত্তপিটক (সুত্ত>সূত্র) ২, বিনয় পিটক এবং ৩, অভিধম্ম পিটক (ধর্ম > ধম্ম) পিটক। সে নিরিখে বিনয়ের সংরক্ষণ আধারকে বিনয় পিটন, সূত্রের সংরক্ষণ আধারকে সূত্র পিটক এবং অভিধর্মের সংরক্ষণ আধারকে অভিধর্ম পিটক বলা হয়। সর্বোপরি এই তিন পিটকের সমন্বিত সমাহারকে ত্রি' পিটক বলা হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস :

বৌদ্ধ ধর্মে যা নেই

বৌদ্ধ ধর্ম এমন এক ধর্ম যেখানে ঈশ্বর নেই। বৌদ্ধ মতে নৈতিক অগ্রগতির জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কেননা কী মানুষকে নিস্ক্রিয় ও দ্বায়িত্বহীন করে তোলে। ঈশরকে যদি করুণার আধার বলে বিশ্বাস করা হয় তবে মানুষের মধ্যে শুভ কর্ম করার কোনো প্রয়োজন থাকে না

-আত্মা নেই। বৌদ্ধ ধর্মে আত্মাকে স্বীকার করা হয় না। এখানে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকেই আত্মা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। আমাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি অনবরত উদয় হচ্ছে একটির পর অপরটি আসছে, যাচ্ছে। চেতনার এই অবিরাম প্রবাহই বৌদ্ধ ধর্মের আত্মা।

-ব্রহ্মবাদ মিথ্যা

- প্রচলিত স্বর্গ- নরকের ধারণা নিরর্থক। এক কথায় তাত্তিক আলোচনা অন্ত:সারশূন্য।

-ধর্মতত্ত্ব আলোচনা নেই। বুদ্ধদেব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগত ও জীবনকে অবলোকন করেছেন। বুদ্ধদেব বলতেন, দুঃখ মুক্তি বা নির্যাণই যেখানে মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য সেখানে তত্ত্বালোচনায় মানুষের নিজেকে মগ্ন রাখা নিতান্তই মূর্খতা। কারণ তত্ত্বালোচনায় নির্বাণ ত মিলবেই না অধিকন্তু তত্ত্বালোচনাকারীরা কেবল তত্ত্বের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েবেন। তিনি বলেন, বিষাক্ত বাণবিদ্ধ ব্যক্তির দেহকে বাণমুক্ত না করে বাণতত্ত্ব বিচার করা (অর্থাৎ বাণটি কে মারল? কোথায় থেকে মারল ইত্যাদি প্রশ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করা) যে রকম মুর্খতার কাজ, দুঃখার্ত মানুষের পক্ষে দার্শনিক তত্ত্বালোচনাও সেই রকম মূর্খতার কাজ। মানুষকে নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্যার সমাধান এই ধর্মের লক্ষ্য , অতীন্দ্রির জগতের সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। দুঃখ হতে চির মুক্তি কেমন করে লাভ করা যায় এই ই জিজ্ঞাসাই ছিল বুদ্ধদেবের প্রধান জিজ্ঞাসা।

বৌদ্ধ ধর্মে যা আছে

এ ধর্মে আছে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে চিন্তা, দুঃখ-বেদনা থেকে মানুষের মুক্তি লাভের উপায় উদ্ভাবণ নিয়ে চিন্তা তথা মানুষের মুক্তির চিন্তা। এ লক্ষ্যে বৌদ্ধ যে চারটি মৌলিক সত্য প্রচার করেছে তা হলো :

১- দুঃখ আছে। (কারণ সব কিছু দুঃধময়)

২- দুঃখের কারণ আছে। (মিথ্যা আশা, ধংসাত্মৎক প্রবৃত্তি।

৩- দুঃখ নিবৃত্তি আছে। (সঠিক বিশ্বাস, সঠিক ইচ্ছা, সঠিক কথা, ভালো কাজ, সঠিক উপার্জন, কৃতজ্ঞ প্রচেষ্টা ধ্যান)

-ভালোর চিন্তা

-কল্যাণের ইতিহাস।

-সর্বজীবে দয়া, প্রেম, মৈত্রী ও করুণার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ইতিহাস।

-মানব কল্যাণইই একমাত্র পরম ধর্ম।

-কর্মবাদে বিশ্বাসী।

-জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী

-নির্বানতন্ত্রে বিশ্বাস।

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপদলসমূহ্ :

বৌদ্ধ ধর্মে অনেক উপদলের মধ্যে বিখ্যাত হলো দু'টি

১। হিনযানী সম্প্রদায়

তাদের বিশ্বাস হচ্ছে,

-বুদ্ধ কোনো লোকোত্তর সত্তা নন।

-মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা সমাধি সম্ভব।

-অন্তরাভব অর্থাৎ দুই জন্মের মধ্যবর্তী একটি পর্যায় সম্ভব।

-সকল বস্তুর বাস্তব অস্তি ত্ব থাকলেও আত্মধরনের কোনো চিরন্তন সার পদার্থ নেই।

-সকল প্রকার জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত আদর্শ মানুষের ধারণা রয়েছে।

এ সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ্ : ত্রিপিটক তারা উত্তর ভারত ও শ্রীলঙ্কায় প্রসার লাভ করেছে।

২। মহাযানী সম্প্রদায়

তাদের বিশ্বাস হচ্ছে।

-বুদ্ধ মানুষ না। তাকে প্রথমে লোকোত্তর, পরে দেবতা, অবশেষে সর্বোচ্চ দেবতার পদ দেওয়া হয়েছে, যিনি স্বর্গে বাস করেন এবং একদল দেব-দেবীর উপর প্রভুত্ব করেন। অর্থাৎ বুদ্ধের দেবত্বই তাদের মূলমন্ত্র।

- যে দুঃখকে নিয়ে বুদ্ধের অস্তিত্ব এরা সেটিকে অস্বীকার করে বলেন, দুঃখের অস্তিত্ব নেই। বা শুন্যবাদ

-বোধিসত্ত।

দ্বিতীয়ত। বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়নে মুসলিমদের অবদান

- বুদ্দুল আরেফ ওয়া আকীদাতুল মুহাক্কিকিল মুকাররাবিল কাশিফি ওয়া তারিকিস সালিকিল মুতাবাত্তেলিল আকিফে بد العارف و عقيدة المحقق المقرب الكاشف وطريق السالك المتبتل العاكف
আব্দুল ইবন ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'রয়ীন (মৃ৬৬৯ হি) এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

- আল বূযা আল-আকবার البوذا الأكبر এটি হামেদ আব্দুল কাদের রচিত একটি মৌলিক গ্রন্থ। যাতে বৌদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে।

- আল বূযীয়্যাহ তারীখুহা ওয়া আকাইদুহা ওয়াআলাকাতুস সূফিয়্যাতি البوذية تاريخها وعقائِدها وعلاقة الصوفية
এটি আবদুল্লাহ্ নোমসোক কর্তৃক সৌদি আরবস্থ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

একমাত্র ইসলামই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

অবশিষ্ট থাকে শুধু ইসলাম। মূলত একমাত্র ইসলামই মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জীবন ব্যবস্থা এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হবার সকল শর্ত ও বৈশিষ্ট্য কেবল ইসলামেই রয়েছে।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে বিশ্বের বিশাল ভূ- খন্ড ও বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলামকে তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং আজো গ্রহণ করছে।

জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্যে ইসলাম প্রদত্ত মূলনীতি আজো ঠিক সেরকমই অভ্রান্ত এবং অনন্য, যেমনটা ছিলো প্রথম দিন। ইসলামের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হবার কারণে মুসলিম জাতির অধপতনের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

বিশ্বের যে কোনো ধর্ম, বর্ণ ও জাতি গোষ্ঠীর লোকেরাই ইসলামকে তাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা অবশ্যি বিশ্বের সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব সুন্দর মানব দলে পরিণত হবে। ইসলামের প্রথম দিকের হাজার বছরের ইতিহাস এর জ্বলন্ত সাক্ষী।

আল্লাহর মনোনীত ব্যবস্থা একমাত্র ইসলাম

বিশ্বে যতো ধর্ম এবং যতো মতবাদ আছে তন্মধ্যে

১. কোনটি আল্লাহর মনোনীত?

২. কোনটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য?

৩. কোনটি মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ?

এ সব প্রশ্নের জবাবের ভিত্তি হতে পারে দুটি:

১. যুক্তি এবং ২. ঈমান ও প্রমাণ।

মানুষের মধ্যে যারা শুধুই যুক্তিতে বিশ্বাসী, তাদের জন্যে আমরা এ পুস্তকেই যুক্তি উপস্থাপন করেছি 'পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার শর্তাবলি' শিরোনামে। কোনো ধর্ম বা মতবাদ 'জীবন ব্যবস্থা' বা 'পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা' হতে হলে তার মধ্যে যেসব শর্ত পাওয়া জরুরি, তা কেবল ইসলামেই রয়েছে। অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদে সেগুলো অনুপস্থিত।

বাকি থাকে ঈমান ও প্রমাণের বিষয়। যারা এক অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেন, মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহর রসূল মানেন এবং আল কুরআনকে আল্লাহর নির্ভুল অবিকৃত কিতাব হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদের কাছে আল কুরআন এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র নির্ভুল প্রমাণ।

সুতরাং ইসলামই যে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা মুমিনদের কাছে তার প্রমাণ হলো আল কুরআনের বাণী। মহান আল্লাহ বলেন।

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسلامُ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দীন (জীবন ব্যবস্থা) হলো ইসলাম। (আল - ইমরান ৩: আয়াত ১৯)

وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دينًا

অর্থ: এবং আমি তোমাদের জন্যে জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করলাম, ইসলামকে। (আল কুরআন সূরা মায়িা ৫: আয়াত ৩)

ইসলাম ছাড়া কোনো জীবন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

- সুরা আলে ইমরান।

তাফসির : এ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, 'ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন যে অনুসন্ধান করতে চায়, তার সেই দ্বীনকে মোটেই কবুল করা হবে না।' অর্থাৎ যে লোক অন্য কোনো পন্থায় জীবন পরিচালনা করবে, তার কিছুই কবুল করা হবে না।

উপরন্তু সে পরকালে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে।

সহিহ হাদিসে নবী করিম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ করে, যা আমার আদেশ ও আদর্শের বহির্ভূত, তা প্রত্যাখ্যাত।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে ধারাবাহিকভাবে হাসান, ইবাদ ইবনে রশীদ, বনু হাশিমের গোলাম আবু সাইদ ও ইমাম আহমদ (রহ.) বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মদিনায় বসে একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন এক এক করে আমলগুলো আসতে থাকবে। নামাজ আসবে এবং বলবে, হে আল্লাহ! আমি নামাজ।

আল্লাহ বলবেন, তুমি মঙ্গলের ওপর আছো। সাদকা এসে বলবে, হে প্রভু! আমি সাদকা! আল্লাহ বলবেন, তুমি মঙ্গলের ওপর রয়েছ। রোজা এসে বলবে, হে প্রতিপালক, আমি রোজা। আল্লাহ বলবেন, তুমি মঙ্গলের ওপর রয়েছ।অন্যান্য আমল আসবে এবং আল্লাহ বলবেন, মঙ্গলের ওপর রয়েছ। এরপর ইসলাম এসে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি হলেন সালাম আর আমি হলাম ইসলাম। আল্লাহ বলবেন, তুমিও মঙ্গলের ওপর রয়েছ। আর আজ আমি তোমারই কারণে লোকদের শাস্তি দেব কিংবা পুরস্কৃত করব।' এই কথাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তার সেই পন্থা একেবারেই কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে।

'

এই হাদিসটি একমাত্র ইমাম আহমদই বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ইবাদ ইবনে রশীদ নির্ভরযোগ্য একজন বর্ণনাকারী বলে পরিচিত।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়

আল্লাহর নিকট ইসলাম হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন''।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ

(সূরা আল-ইমরানঃ ১৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

''তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীন তালাশ করছে? অথচ আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তারই অনুগত''। (সূরা আল-ইমরানঃ ৮৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

''দ্বীনে ইবরাহীম থেকে কেবল সেই ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নেয়, যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে''। (সূরা বাকারাঃ ১৩০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তা কখনও তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবেনা। আর আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত''। (সূরা আল-ইমরানঃ ৮৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

"তাদের কি এমন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন নির্ধারণ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?" (সূরা শুরাঃ ২১)
হবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী নয় বলে শিক্ষিত লোকেরা শিক্ষাজীবনে ধার্মিক হয়ে গড়ে ওঠে না।আল্লাহর রহমতে আপনি শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মকে মেনে চলছেন,ইসলামকে ধর্ম হিসেবেই জানেন,সাথে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেন।